www.facebook.com/purbottar

Bengali fortnightly newspaper

www.purbottar.in

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

RNI No. 71057/96

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, লেখা, চিত্র আমাদের contact@purbottar.in-এ ই-মেইল অথবা, 95932 00246 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273458

বর্ষঃ ২৫, সংখ্যাঃ ১৬, কোচবিহার, শুক্রবার, ১৩ আগষ্ট – ২৬ আগষ্ট ২০২১, পৃষ্ঠা সংখ্যাঃ ৮ | Vol:25, Issue: 16, Cooch Behar, Friday, 13 Aug - 26 Aug 2021, Page: 8 ₹ 3.00

‘মাওবাদী হতে’ লম্বা লাইন জঙ্গলমহলে

কলকাতা: আগে কোন মাওবাদীই প্রকাশ্যে আসতে চাইতেন না অথবা পরিচয় দিতেন না। কিন্তু এখন মাওবাদী হওয়ার হিড়িক পড়ে গিয়েছে গোটা জঙ্গলমহলে। মেদিনীপুর আদালতের পাশাপাশি জঙ্গলমহলের অন্যান্য আদালতগুলোতে অনেক মানুষ জেলে ঢোকার কাতর আবেদনে আইনজীবীদের দরজায় কড়া নাড়ছেন। তৃণমূল সরকার আসার পর আত্মসমর্পণকারী মাওবাদীদের সরকারি প্যাকেজ ঘোষণা করে ছিল। সম্প্রতি সেই প্যাকেজ অনুযায়ী জঙ্গলমহল-সহ পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়ার ১১০ জন আত্মসমর্পণকারী মাওবাদীরা হোমগার্ডে চাকরি পেয়েছেন। আবার অনেক মাওবাদীদের এও অভিযোগ জানিয়েছেন যে, আত্মসমর্পণ করার পর অনেকেই সেই চাকরি পেলেও এখনও একাংশ প্রকৃত মাওবাদীরা সেই প্যাকেজ পাননি।

জঙ্গলমহলে বিভিন্ন জায়গায় স্থানীয়রা দাবি জানাচ্ছেন, তাঁরাই মাওবাদী বলে অর্থাৎ যাঁরা চাকরি পেলেন, তাঁরা ভুয়ো মাওবাদী! কিন্তু চাকরি পাওয়ার জন্য এখন এমন অনেকেই নিজেদের মাওবাদী বলছেন। তাঁদের দাবি, তাঁরা কেউ কেউ স্কোয়াড সদস্য, কেউ কেউ মাওবাদী লিংকম্যান ছিলেন। ফলে সমস্যা বাড়ছে পুলিশের।

রবির নেতৃত্বই সমাধান কোচবিহারে?

কোচবিহার: এবারের বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসে বিপুল ক্ষমতা নিয়ে তৃতীয়বারের জন্য ফিরে এলেও কোচবিহারে মোটেই ভালো ফলাফল করতে পারেনি তারা। নয়টি বিধানসভা আসনের মধ্যে মাত্র দুইটিতে জয়ের মুখ দেখতে পেরেছে। এই জেলায় বিজেপির এই সাফল্যের পিছনে যতটা না তাদের সাংগঠনিক জোর, তাঁর চেয়ে বেশী তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দলকে দায়ী করেছে রাজনৈতিক মহল। ভোটের ফলেও হুঁশ ফেরেনি নেতৃত্বের। তাই এখনো পুরোনো ছন্দে আসতে পারেনি তৃণমূল।

অনেকেই খারাপ ফলের জন্য জেলা সভাপতিকে দায়ী করে তাঁর পরিবর্তন দাবি করছেন। শীঘ্রই একাধিক জেলায় নেতৃত্বে পরিবর্তন আনবে তৃণমূল কংগ্রেস। উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলার পাশাপাশি কোচবিহারেও জেলা সভাপতি পরিবর্তন হতে পারে বলে কানাঘুষো চলছে। আর ঠিক সেই মহূর্তে গোষ্ঠীকোন্দল ভুলে দুই বিরুদ্ধ গোষ্ঠী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ও পার্থপ্রতিম রায়ের এক হয়ে দলকে শক্তিশালী করার জন্য ডাক দিলেন দলের সাধারণ কর্মীরা।

সবাই জানেন বর্তমান কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি পার্থপ্রতীম রায় প্রাক্তন জেলা সভাপতি ও মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষের শিষ্য হিসেবেই মূল রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন। নিজের বিধানসভা কেন্দ্র নাটাবাড়ির জিরানপুর থেকে প্রায় তুলে এনে পার্থবাবুকে নেতৃত্বের আসনে বসান রবিবাবু। তাঁর হাত ধরেই উপ-নির্বাচনে কোচবিহারের সাংসদ হন পার্থপ্রতীম রায়। এরপরেই দুই জনের মধ্যে মতবিরোধ শুরু হয়। একদা শিষ্য রাজনৈতিক গোষ্ঠীকোন্দলে প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠে রবিবাবুর। এই জন্যে একাধিকবার ঘনিষ্ঠ মহলে খেদ প্রকাশ করেছেন রবিবাবু। পার্থবাবুকে নেতৃত্বের উপরের সারিতে দ্রুত তুলে আনাকেই তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল সিদ্ধান্ত বলে আক্ষেপ করেছেন একাধিকবার।

দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে অনেক চড়াই উৎরাইয়ের মধ্যে দিয়ে গেছেন রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। বিধায়ক থেকে রাজ্যের মন্ত্রী হয়েছেন। টানা ২২ বছর জেলা সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। রবিবাবুর এই দীর্ঘ অভিজ্ঞতা বর্তমানে তৃণমূলের জন্য জেলার সংগঠনের জন্য খুবই জরুরী বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মহল। নিজের হাতে কোচবিহারে গড়ে তোলা দলীয় সংগঠনকে ফের খাদের কিনারা থেকে তুলে দাঁড় করাতে রবিবাবুর মত বলিষ্ঠ নেতারই নাকি এই মুহূর্তে প্রয়োজন। জেলার প্রতিটি বুথে কর্মীরা তাঁরই পরিচিত। আর জেলা জুড়ে এই পরিচিতি দলের অন্য কোনো নেতার নেই। তাই রবিবাবু জেলার সংগঠনের রাশ ধরলে অনেকটা অক্সিজেন পাবে তৃণমূল। সেই কাজও নাকি ইতিমধ্যে শুরু করে দিয়েছেন তিনি। দীর্ঘ সময় দলীয় পদ ও ক্ষমতায় থাকার কারনে রবিবাবুর বিরুদ্ধে যে প্রতিষ্ঠানবিরোধী হাওয়া তৈরী হয়েছিল তাও এই এক বছরে অনেকটা ম্রিয়মাণ।

আর পার্থবাবু যতই রবি ঘোষের থেকে দূরে সরে যান, এক সময়ের রাজনৈতিক গুরু সম্পর্কে তিনি নাকি এখনও আবেগপ্রবণ। তাই প্রকাশ্যে কখনই রবিবাবুর বিরুদ্ধে তেমন কোনো কটূ শব্দ ব্যবহার করেননি তিনি। এইসময়ে তিনি দলীয় স্বার্থে ফের রবির নেতৃত্ব মেনে নিলে দলীয় কোন্দল অনেকটাই হ্রাস পাবে বলে অনেকেই মনে করছেন সবাই। এতে প্রশস্ত হতে পারে পার্থর লোকসভায় ফিরে যাওয়ার পথও। তাই এই দুইয়ের ফল্গুধারাকে এক করে দলকে শক্তিশালী করার ডাক উঠছে। রবিবাবুকেও তাঁর পুরোনো শিষ্যকে ক্ষমাশীল ও পুত্রবৎ দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখার কথা উঠছে।

এই পরিস্থিতিতে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে তাকিয়ে রয়েছে দলীয় কর্মীরা। সবাই জানেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি ফোনেই এই সমস্যা সমাধান হতে পারে। দেশের রাজধানী দিল্লী থেকে সম্প্রতি ফিরেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শীঘ্রই দলের খোলনচল বদলাতে পারেন তিনি। সেক্ষেত্রে কোচবিহারে নেতাদের মনোমালিন্য রোধে তিনি কি ভুমিকা নেন তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে গোটা দল।

খাদ্য ভবনের সামনে বিক্ষোভ প্রার্থীদের

কলকাতা: নিয়োগের দাবিতে খাদ্য ভবনের সামনে আমরণ অনশনে বসলেন ফুড ইন্সপেক্টর পদের প্যানেলে নাম থাকা প্রার্থীরা। ১১ আগস্ট রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কয়েকশ ফুড ইন্সপেক্টর পদের প্রার্থী খাদ্যভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। তাঁদের দাবি, নিয়োগপত্র না পেলে উঠবেন না ।

তাঁরা জানিয়েছেন, ২০২০ সালের ৩১ ডিসেম্বর ফুড ইন্সপেক্টর পদের জন্য ৯৫৭ জনের প্যানেল প্রকাশিত হয়। তাদের মধ্যে ১০০ জনকে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়। কিন্তু এরই মধ্যে নিয়োগে অস্বচ্ছতার অভিযোগে আদালতে যান কিছু প্রার্থী। আদালত গত ৯ এপ্রিল এসএটি-এর মাধ্যমে নিয়োগপ্রক্রিয়া শেষ করার নির্দেশ দেয়। তবে এর পরেও নিয়োগপ্রক্রিয়া শেষ করতে কোনও উদ্যোগ নেয়নি রাজ্য সরকার।

গত ১৩ জুলাই যোগ্য চাকরিপ্রার্থীরা খাদ্য দফতরের আধিকারিকের সঙ্গে দেখা করলে তাদের দ্রুত নিয়োগপক্রিয়া শেষ করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। কিন্তু তার পরও কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি বলে তাদের অভিযোগ। বিক্ষোভকারীরা জানান, খাদ্য দফতরের কর্তারা তৎপর হয়ে নিয়োগপত্র না দিলে বিক্ষোভ-অনশন চালিয়ে যাবেন।

বিধানসভায় স্পিকারের সঙ্গে জরুরি বৈঠক করলেন মুকুল

কলকাতা: কোন নির্ধারিত সূচি ছাড়াই ১০ আগস্ট দুপুরবেলা বিধানসভায় যান মুকুল রায়। প্রয়োজনীয় কিছু কাজ সেরে তিনি বিধানসভার স্পিকারের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলোচনা করেন। ১২নাগাদ তিনি বিধানসভায় গিয়ে ছিলেন। ২০ মিনিট সময় তিনি স্পিকারের ঘরে আলোচনা সারেন। এরপর সাড়ে ১২টার একটু পরেই বিধানসভা ছেড়ে চলে যান মুকুল রায়।

এবারের বিধানসভা ভোটে কৃষ্ণনগর উত্তর আসন থেকে বিজেপির প্রতীকেই জয়ী হয়েছিলেন মুকুল রায়। এরপর ১১জুন পুরানো ঘর তৃণমূলে ফেরৎ আসেন তিনি। এদিকে এরপরই মুকুলের বিধায়ক পদ নিয়ে নানা চর্চা শুরু হয়। দলত্যাগের অভিযোগ এনে স্পিকারের কাছে মুকুলের বিধায়ক পদ খারিজের জন্য আবেদন করেন শুভেন্দু অধিকারী। এনিয়ে লাগাতার সরবও হয়েছেন তিনি। এর সঙ্গেই পিএসসি চেয়ারম্যান পদে মুকুলের বসা নিয়ে উঠছে একাধিক প্রশ্ন। এনিয়ে মামলাও দায়ের হয়েছে কলকাতা হাইকোর্টে। এদিকে ১০ আগস্ট সেই সংক্রান্ত একটি মামলার শুনানিও ছিল। এসব ঘটনা চক্রের মধ্যেই স্পিকারের সঙ্গে দেখা করে গেলেন মুকুল রায়।

জানা গেছে, আগামী ১৩ই অগস্ট বিধানসভায় পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির দ্বিতীয় মিটিং ডাকা হয়েছে। ওই দিনের বৈঠকে মুকুল যোগ দিতে পারে। এই সব বিষয় নিয়েই রাজনৈতিক মহলে জল্পনা চলছে।

আবার গৌতমে ভরসা, জয় তো অনেক দূরে

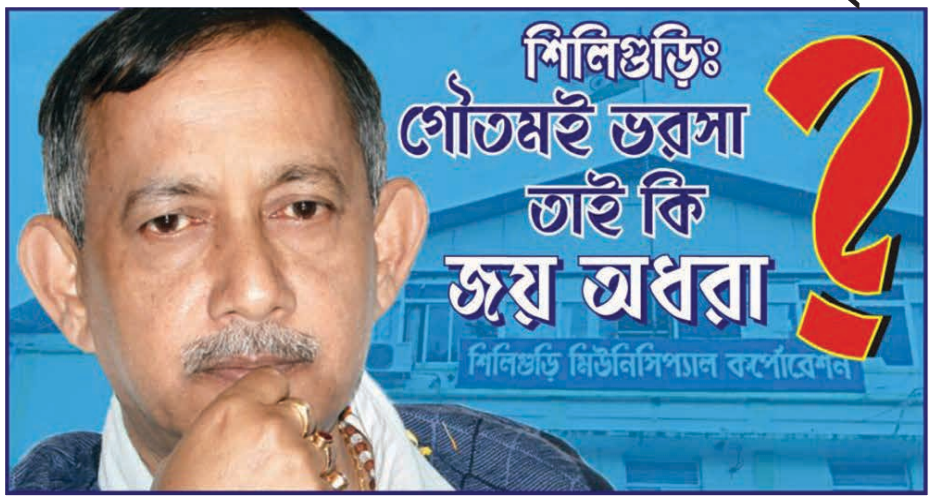

শিলিগুড়ি: হ্যাশট্যাগ “আব কি বার দিদি সরকার”, এখন এমনটাই ট্রেন্ডিং দেখা যাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগামী ২৪ সালে দেশের প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন কিনা তা নিয়ে অবশ্য তাবড় জ্যোতিষীরা এখনও ভবিষ্যৎবাণী কিছু করেননি। বাঙালি প্রধানমন্ত্রী! আমাদের সব জল্পনা যদি আগাম বলে দেওয়া যেত। চুলচেরা হস্তরেখা বিচার, জন্মকুন্ডলী, ছক বিচার নিশ্চই শুরু করে দিয়েছেন জ্যোতিষীরা। সেদিক নিয়ে আলোচনা না হয় পরে করা যাবে। কিন্তু আপাতত দার্জিলিং জেলায় শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের সুদিন যে ফিরছে না তা জ্যোতিষশাস্ত্র বিচার ছাড়াই হলফ করে বলে দেওয়া যায়। আপনি যদি প্রশ্ন করেন রাজ্যে বিপুল জনসমর্থন নিয়ে তৃতীয়বারের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার গঠন হয়েছে। গোটা দেশে এখন মমতা মমতা জননেত্রী হাওয়া বইছে। জাতীয় দল কংগ্রেস লাট খেয়ে এখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরার ইচ্ছে প্রকাশ করেছে। শুধু কী তাই বিমান বসুরা এখন কান্নাকাটি শুরু করেছেন ‘আমাদের একটু জায়গা দাও দিদিভাই’। সেখানে এরপরেও দার্জিলিং জেলায় উড়বে না তৃণমূলী জয়ের পতাকা?

কী করে এখন থেকেই এমন ভবিষ্যৎবাণী করার সাহস পাচ্ছেন আমজনতা? দিদি রাজি হলে আর রাজ্যের পাঁচটা পুরসভার সঙ্গে শিলিগুড়ি পুরনিগমের নির্বাচন আসন্ন। আবার তারপরেই রয়েছে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের নির্বাচন। কিন্তু লক্ষণীয় গোটা রাজ্যে শাসকদলের বিজয় রথ শিলিগুড়িতে এসে থেমে যায়! মহকুমা পরিষদ দিয়ে শুরু করা যাক। বামেদের হাত থেকে কিছুতেই তৃণমূল মহকুমা পরিষদ দখলে নিতে পারেনি। শিলিগুড়ি পুরনিগমের নির্বাচনেও মুখ থুবড়ে পড়েছে দিদির দল। এরপর ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন, ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচন একের পর এক হার হয়েছে শাসকদলের। গোটা রাজ্য যখন ঘাসফুলের দখলে গিয়েছে সেক্ষেত্রে ব্যতিক্রম থেকে গিয়েছে দার্জিলিং জেলা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শিলিগুড়িবাসীর কাছে একবার সুযোগ দেওয়ার জন্য বহু বার অনুরোধ করেছেন। কিন্তু জয়ের চাকা ঘোরেনি আজও। দিদি বার বার নির্বাচন পরিচালনার ভার দিয়েছেন প্রাক্তন মন্ত্রী গৌতম দেবকে। কিন্তু বার বারই গৌতম দেব ব্যর্থ হয়েছেন।

প্রথমে জেলা সভারপতির দায়িত্বে ছিলেন গৌতমবাবু। তাঁকে সরিয়ে রঞ্জন সরকারকে বসানো হয় জেলা সভাপতির আসনে। কিন্তু তাতেও কোনও লাভ হয়নি। তৃণমূলের হারের রেকর্ড অব্যাহত রয়েছে। একের পর এক হারেও কোনও শিক্ষা হয়নি জেলা তৃণমূলের। দলে চরম গোষ্ঠীবাজি, কোন্দল, পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি দীর্ঘ হলেও গৌতমবাবুর নাকি তাতে কোনও যায় আসেনি।

দলেই আলোচনা, তিনি নাকি নিজের খুশিমতো দল চালাচ্ছেন। আদি তৃণমূল নেতারা অনেক আগেই সরে গিয়েছেন। কিছু পেটোয়া লোকজনকে নিয়ে নাকি গৌতমবাবুর ওঠাবসা। জমি মাফিয়া, তোলাবাজ এমন অভিযুক্ত কয়েকজনকে সবসময় তাঁর আশেপাশে দেখা যায় বলে আওয়াজ উঠছে। কিন্তু এসব তিনি নাকি কেয়ার করেন না। সমস্ত কিছুতেই তিনিই নাকি শেষ কথা। কেউ আবার আগ বাড়িয়ে বলছেন, নিজেকে তিনি নাকি উত্তরবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মনে করেন। সবকিছুকে নিজে কুক্ষিগত করে রাখা নাকি তাঁর অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

২২৯ টাকায় কেএফসি'র ডাবল ডাউন বার্গার

শিলিগুড়ি: কেএফসি ডাবল ডাউন বার্গার - কেএফসি নিয়ে এসেছে এই 'মোস্ট ইউনিক চিকেন বার্গার'। কেএফসি'র ডাবল ডাউন বার্গার পাওয়া যায় সকল কেএফসি রেস্টুর্যান্টে। আগ্রহী চিকেনপ্রেমীরা নিকটবর্তী কেএফসি রেস্টুর্যান্ট থেকে অর্ডার দিয়ে বা এক্সপ্রেস পিকআপের মাধ্যমে এই বার্গার পেতে পারেন।

কেএফসি'র ডাবল ডাউন বার্গার পাওয়া যাবে দুটি মুচমুচে চিকেন ফিলেট-যুক্ত বার্গার হিসেবে। এই বার্গারের দাম শুরু হয়েছে ২২৯ টাকা থেকে। এই সুস্বাদু 'অল চিকেন, নো বান' বার্গার পাওয়া যাবে সীমিত সময়ের জন্য। কেএফসি'র ডাবল ডাউন বার্গার এযাবৎকালের সবথেকে সুস্বাদু বার্গার। এটি তৈরি হয়েছে শুধু চিকেন দিয়ে, আর অন্যকিছু নয়। বানের পরিবর্তে এতে ব্যবহার করা হয়েছে ক্রিস্পি কেএফসি চিকেন ফিলেট, যার মধ্যে রাখা হয়েছে ক্রাঞ্চি ভেজি, আর রয়েছে ডায়নামাইট মেয়ো ও স্রিরচা সসের লেয়ার। কেএফসি'র ডাবল ডাউন বার্গার উপভোগ করা যাবে স্যানিটাইজেশন, স্ক্রিনিং, সোস্যাল ডিসট্যান্সিং ও কন্ট্যাক্টলেস সার্ভিস - কেএফসি'র এই ফোর-এক্স সেফটি প্রমিস-সহ।

ট্যালিপ্রাইমের নতুন ভার্সন

শিলিগুড়ি: ভারতের অগ্রণী বিজনেস ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার প্রোভাইডার ট্যালি সলিউশনস তাদের ট্যালিপ্রাইমের নতুন ভার্সন নিয়ে এলো। এটি হল কানেক্টেড সার্ভিসেস-সহ ই-ওয়ে বিল জেনারেশনের এক ওয়ান-স্টপ সলিউশন। এই সলিউশনের দ্বারা ব্যবসায়িক সংস্থাগুলি পণ্য চলাচলের জন্য সহজে ও দ্রুত ই-ওয়ে বিল তৈরি করতে পারবে। এর দ্বারা সফটওয়্যার থেকে সরাসরি সম্পূর্ণ কাজকর্ম সম্পাদন নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

ট্যালিপ্রাইমের নতুন ভার্সন লঞ্চের মধ্য দিয়ে ট্যালি চেম্বার অফ কমার্সের মতো বিভিন্ন ব্যবসায়িক সংস্থা ও সংগঠনের সঙ্গে ঘণিষ্ঠভাবে যুক্ত হচ্ছে এবং অটোমেশনের সুবিধার ব্যাপারে সচেতনতার প্রসার ঘটাচ্ছে, যাতে সহজে ই-ওয়ে বিল জেনারেশন ও বিজনেস অপারেশন সম্পন্ন করা যায়। ট্যালিপ্রাইমের নতুন ভার্সন ট্যালিপ্রাইমের রিপোর্ট প্রদানের ক্ষমতাকে আরও মজবুত করেছে, যার ফলে গ্রাহকরা 'পার্সোনালাইজড ভিউ' তৈরি করতে ও সংরক্ষণ করতে সমর্থ হবেন। এছাড়া, 'ট্যালি রিপোর্টস ইন ব্রাউজার'-এর 'এনিটাইম এনিহোয়্যার অ্যাক্সেসিবিলিটি' আরও উন্নত করার জন্য এর এক্সপিরিয়েন্স আরও উন্নতমানের করা হয়েছে।

এখনও বিনিয়োগের পছন্দসই উপায় রিয়াল এস্টেট

কলকাতা: কোভিড-১৯ জনিত প্যানডেমিকের পরিপ্রেক্ষিতে রিয়াল এস্টেট এখনও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে পছন্দের বিষয়, তবে অধিকাংশ ক্রেতা চান ডিসকাউন্ট ও ফ্লেক্সিবল পেমেন্ট অপশন। হাইসিং-ডট-কম ও নারেডকো'র (NAREDCO) এক সমীক্ষা থেকে এই তথ্য জানা গেছে।

সমীক্ষাটি চালানো হয়েছিল এইবছরের জানুয়ারি থেকে জুন মাসের মধ্যে, ৩ হাজারেরও বেশি সম্ভাব্য ক্রেতাদের নিয়ে। সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে ৪৩ শতাংশ গ্রাহকের মতে রিয়াল এস্টেট পছন্দসই বিনিয়োগের মাধ্যম। এরপরে রয়েছে স্টকস (২০ শতাংশ), ফিক্সড ডিপোজিট (১৯ শতাংশ) ও গোল্ড (১৮ শতাংশ)। অধিকাংশ উত্তরদাতা (৭১ শতাংশ) মনে করেন বর্তমান পরিস্থিতিতে ফ্লেক্সিবল পেমেন্ট প্ল্যান ও ডিসকাউন্ট তাদের চাহিদা অনুসারে আর্থিক সহায়তা জোগাবে ও আবাসন ক্রয়ের জন্য সিদ্ধান্ত নিতে সহায়ক হবে।

সমীক্ষায় জানা গেছে, আগামী ছয় মাসের ইকনমিক ও ইনকাম আউটলুক আরও বেশি আশাব্যঞ্জক। সম্ভাব্য গৃহক্রেতারা বর্তমানে কাছাকাছি হেলথকেয়ারের ব্যবস্থা, রিক্রিয়েশনের স্থান ও ডে-কেয়ার সেন্টার ইত্যাদি সুবিধা আছে কীনা তা বিবেচনা করছেন। কর্পোরেট সংস্থাগুলি ওয়ার্ক-ফ্রম-হোম ও হাইব্রিড ওয়ার্ক পলিসি গ্রহণ করায় আবাসন ক্রেতারা একটু বড় মাপের আবাসনের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করছেন।

খাতাবুক অ্যাপের প্রসার পরিকল্পনা

গুয়াহাটি: ভারতের দ্রুত বর্ধনশীল ফিনটেক স্টার্ট-আপ খাতাবুক উত্তরপূর্বাঞ্চলে আরও বেশিসংখ্যক এমএসএমই-র কাছে পৌঁছে যাওয়ার পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে। বর্তমানে উত্তরপূর্ব ভারতে ১১ লক্ষেরও বেশি ব্যবসায়ী খাতাবুক ব্যবহার করে থাকেন তাদের হিসাবপত্র ও ব্যবসায়িক লেনদেন ডিজিটাল উপায়ে সম্পাদনের জন্য। দেশের খাতাবুক ব্যবহারকারী শীর্ষস্থানীয় ২০টি শহরের মধ্যে অন্যতম গুয়াহাটি। কোম্পানি এমএসএমই-গুলিকে আরও কর্মক্ষম করার জন্য যেসব ডিজিটাল অফারিং এনেছে সেগুলি হল – খাতাবুক, পগারখাতা ও বিজ অ্যানালিস্ট।

খাতাবুক অসমীয়া-সহ ১৩টি ভারতীয় ভাষায় উপলব্ধ। উত্তরপূর্বাঞ্চলে ব্যবসায়ীরা প্রধানত তিনটি ভাষা বেশি ব্যবহার করেন – ইংরেজি, বাংলা ও অসমীয়া। এই অ্যাপ ব্যবহার করেন প্রধানত ফুড (ইটারি ও রেস্টুর্যান্ট), অ্যাপারেল ও ফুটওয়্যার, সার্ভিসেস, হেলথ, মোবাইল ও কমিউনিকেশন (শপ) এবং কিরানা ও গ্রোসারি ব্যবসায়ীরা। উত্তরপূর্বাঞ্চলের যে পাঁচটি শহরে খাতাবুক বেশি ব্যবহার হয় সেগুলি হল গুয়াহাটি, ইম্ফল, গ্যাংটক, শিলঙ ও ডিমাপুর। খাতাবুক ভারতের এমএসএমই-গুলির ডিজিটাল চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সচেষ্ট।

পিএনবি'র ২০তম এজিএম

মুম্বই: পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের (পিএনবি) ২০তম অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং (এজিএম) অনুষ্ঠিত হল। ভিডিয়ো কনফারেন্সের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত এই এজিএম-এ শারীরিকভাবে কোনও শেয়ারহোল্ডার উপস্থিত ছিলেন না।

প্যাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের ২০তম অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিংয়ে এমডি ও সিইও শ্রী সিএইচ এস এস মল্লিকার্জুনা রাও ২০২০-২১ অর্থবর্ষে ব্যাংকের পারফর্ম্যান্স ও নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ বিষয়ে শেয়ারহোল্ডারদের অবহিত করেন। তিনি বলেন, কোভিড-১৯ প্যানডেমিক সত্ত্বেও ব্যাংকের তরফে সাফল্যের সঙ্গে পিনবি'র সঙ্গে ওরিয়েন্টাল ব্যাংক অফ কমার্স ও ইউনাইটেড ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার সংযুক্তিকরণ সম্পাদিত হয়েছে। প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও ব্যাংকের বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত থেকেছে এবং আরও শক্তিশালী সাংগঠনিক কাঠামো গঠন, স্ট্রং ব্যালান্স শীট, স্থায়ী লাভ অর্জন ও স্টেবল ক্যাপিটাল পোজিশন পাওয়া সম্ভব হয়েছে। রেকর্ড টাইমে তিনটি ব্যাংকের বিজনেস, হিউম্যান রিসোর্স ও ইনফর্মেশন টেকনোলজির সংহতিকরণ সম্পন্ন হয়েছে।

অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলেন এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর শ্রীসঞ্জয় কুমার, শ্রীবিজয় দুবে ও শ্রীস্বরূপ কুমার সাহা এবং শেয়ারহোল্ডার ডিরেক্টর ড. আশা ভান্ডারকর ও শ্রীগৌতম গুহ।

ব্রিটানিয়া ৫০-৫০ পটাজোস বিস্কুট

শিলিগুড়ি: ভারতের অগ্রণী ক্র্যাকার বিস্কুট ব্রিটানিয়া ৫০-৫০ নিয়ে এসেছে নতুন '৫০-৫০ পটাজোস'। এটির ৫০ ভাগ পটাটো চিপ ও ৫০ ভাগ বিস্কুট। এই ফিউশন প্রোডাক্ট একসঙ্গে দুরকম স্ন্যাকিং ফরম্যাট নিয়ে হাজির হয়েছে – পটাটো চিপ ও বিস্কুট। পটাটো চিপের মুচমুচে চটপটা ফ্লেভারের সঙ্গে মিলেছে বিস্কুটের উষ্ণতা। ব্রিটানিয়া ৫০-৫০ ব্র্যান্ডের আওতায় এ এক 'পারফেক্ট এন্ট্রি'।

ব্রিটানিয়া ৫০-৫০ পটাজোস পাতলা, মুচমুচে ও পরিচিত 'মশালাদার' ফ্লেভারের পটাটো চিপ, বিস্কুটের ফরম্যাটে। প্রোডাক্টটি জুলাই মাসে লঞ্চ হয়েছে আসাম ও উত্তরপূর্বাঞ্চলে। পরবর্তীতে দেশের বাকি অংশে এটি বাজারজাত করা হবে। আসাম ও উত্তরপূর্ব ভারতে ব্রিটানিয়া ৫০-৫০ পটাজোস ১০০ গ্রামের দাম ২৫ টাকা। অন্যান্য এলাকায় এর দাম ৩০ টাকা।

বন্ধন ব্যাংকের আর্থিক ফলাফল

মুম্বই: ২০২১-২২ অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকের আর্থিক ফলাফল ঘোষণা করেছে বন্ধন ব্যাংক। সঙ্কটময় অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতেও এই ব্যাংকের ব্যবসাবৃদ্ধি ঘটে চলেছে। ২০২১ সালের ৩০ জুন অবধি বন্ধন ব্যাংকের ব্যবসা বৃদ্ধি ইয়ার-অন-ইয়ার ভিত্তিতে ১৭ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ১.৫৭ লক্ষ-কোটি টাকা। ৫৫৭৪টি ব্যাংকিং আউটলেটের মাধ্যমে এই ব্যাংক পরিষেবা দেয় ২.৩৫ কোটি গ্রাহককে। ব্যাংকের কর্মীসংখ্যা ৫১,০৫৪। পূর্ব ও উত্তরপূর্ব ভারত ছাড়িয়ে বন্ধন ব্যাংকের ব্রাঞ্চ নেটওয়ার্ক ক্রমেই প্রসারিত হচ্ছে।

বর্তমান অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকে বন্ধন ব্যাংকের ডিপোজিট বুক ২৮ শতাংশ বেড়েছে বিগত বছরের একই সময়কালের তুলনায়। বর্তমানে টোটাল ডিপোজিট ৭৭৩৩৬ কোটি টাকা। কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ও সেভিংস অ্যাকাউন্ট (সিএএসএ) বুক ইয়ার-অন-ইয়ার ভিত্তিতে ৪৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সময়ে ব্যাংকের রিটেল ডিপোজিট বুকে বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়েছে - ইয়ার-অন-ইয়ার ভিত্তিতে ৩৬ শতাংশ বেড়ে ৪৭০৮৫ কোটি টাকা হয়েছে। 'রিটেল টু টোটাল' ডিপোজিটের শেয়ার এখন ৮৩ শতাংশ। অ্যাডভান্সের ক্ষেত্রে বিগত বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৮ শতাংশ বৃদ্ধি ঘটেছে। টোটাল অ্যাডভান্সের বর্তমান পরিমাণ ৮০১২৮ কোটি টাকা। এই ব্যাংকের ক্যাপিটাল অ্যাডিকোয়েসি রেশিয়ো (সিএআর) ২৪.৮ শতাংশ, যা রেগুলেটরি রিকয়্যারমেন্টের থেকে অনেক বেশি।

গ্রাহকদের সতর্ক করল 'ভি'

শিলিগুড়ি: 'ভি'র পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, তারা জানতে পেরেছেন কোনও কোনও 'ভি' গ্রাহকদের কাছে জালিয়াতরা অবিলম্বে কেওয়াইসি আপডেট করার জন্য এসএমএস পাঠাচ্ছে ও কল করছে এবং হুমকি দিয়ে জানাচ্ছে কেওয়াইসি আপডেট না করলে সিম ব্লক হয়ে যাবে। কোম্পানির প্রতিনিধি সেজে ভেরিফিকেশনের নামে অনেকসময় তারা গ্রাহকদের নিকট থেকে নানারকম গোপন তথ্য জেনে নিতে চাইছে।

গ্রাহকদের সতর্ক করে 'ভি'-এর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, তারা যেন কখনই ফোনকলের জবাবে কেওয়াইসি তথ্যাবলী বা ওটিপি শেয়ার না করেন এবং এসএমএস-এ পাঠানো কোনও লিংকে ক্লিক না করেন। 'আনভেরিফায়েড' লিংকে ক্লিক করলে বা গোপন তথ্য শেয়ার করলে তাদের মোবাইল ডিভাইস থেকে ডেটা ও তথ্যাবলী চুরি হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকবে।

গোল্ডে কনজিউমার ইনভেস্টমেন্ট বেড়েছে

গুয়াহাটি: ২০২১ সালের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে গোল্ডে কনজিউমার ইনভেস্টমেন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু কিছু ইনভেস্টর ছিলেন 'লেস বুলিশ'। ওয়ার্ল্ড গোল্ড কাউন্সিলের সাম্প্রতিক 'গোল্ড ডিমান্ড ট্রেন্ডস' রিপোর্ট থেকে এই তথ্য জানা গেছে। এইসময়ে গোল্ড ডিমান্ড ছিল ৯৫৫.১ টন। ২০২১ সালের প্রথম ত্রৈমাসিকের অপেক্ষায় এটা ৯ শতাংশ বৃদ্ধি। বিগত বছরের একইসময়ে এটা ছিল ৯৬০.৫ টন।

এপ্রিল থেকে জুন মাসে কনজিউমার গোল্ড পারচেজ ছিল ইতিবাচক। রিটেল ইনভেস্টররা প্রচুর পরিমাণে বার ও কয়েন কিনেছেন (২৪৩.৮ টন) যা একটানা চারবারের ত্রৈমাসিক ইয়ার-অন-ইয়ার ভিত্তির হিসেবে সন্তোষজনক। গ্রাহকরা গোল্ড জুয়েলারি কিনেছেন ৩৯০.৭ টন, যা বিগত বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৬০ শতাংশ বেশি। দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে ইটিএফ (এক্সচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ডস) নেট ইনফ্লো ছিল ৪০.৭ টন। বিগত ত্রৈমাসিকের হেভি আউটফ্লো অপেক্ষা এই ইনফ্লো 'পার্শিয়ালি অফসেট', ফলে ২০১৪ সালের পর ২০২১ সালে এই প্রথম নেট আউটফ্লো দেখা গেছে বছরের প্রথম ছয় মাসে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলি পুরো ত্রৈমাসিক কালে গোল্ড ক্রয় করেছে। দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে গ্লোবাল গোল্ড রিজার্ভ ১৯৯.৯ টন বৃদ্ধি পেয়েছে। ওয়ার্ল্ড গোল্ড কাউন্সিলের অনুমান, এবছর জুয়েলারি ডিমান্ড হতে পারে ১৬০০ টন থেকে ১৮০০ টন। ২০২১ সালের নেট বেসিসে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলি গোল্ড কেনা অব্যাহত রাখতে পারে ২০২০ সালের মতো বা তার অধিক হারে। ২০২১ সালে গোল্ড সাপ্লাই বেশ কিছুটা বাড়তে পারে বলে আশা করা হচ্ছে।

প্রাইম ডে: বিক্রেতা ১২৬০০৩টি এসএমবি

শিলিগুড়ি: স্মল মিডিয়াম বিজনেসেস (এসএমবি) এবছরের প্রাইম ডে'তে অ্যামাজন-ডট-ইনে এযাবৎকালের সবথেকে বেশি বিক্রয় করতে সমর্থ হয়েছে। প্রাইম মেম্বারদের থেকে তারা বিপুল সাড়া পেয়েছে। প্রাইম ডে উপলক্ষে ভারতের ৯৬ শতাংশ পিনকোড এলাকা থেকে অর্ডার এসেছে। এবার প্রাইম ভিডিয়োর দর্শক ও প্রাইম মিউজিকের শ্রোতা ছিলেন সর্বাধিক সংখ্যায়। প্রাইম মেম্বাররা প্রাইম ডে'তে অভিনব এসএমবি কালেকশন, নতুন লঞ্চ হওয়া সামগ্রী, প্রচুর সাশ্রয় ও নানারকম প্রাইম বেনিফিট উপভোগ করার সুযোগ পেয়েছেন।

প্রাইম মেম্বাররা প্রাইম ডে ও তার লিড-আপ পিরিয়ডে ১২৬০০৩ জন বিক্রেতার থেকে কেনাকাটা করেছেন। বিক্রেতাদের মধ্যে ছিল আর্টিজান, উইভার, উওমেন এন্টারপ্রিনার, স্টার্ট-আপ ও ব্র্যান্ড, লোকাল অফলাইন নেবারহুড স্টোর্স। ৩১২৩০ জন বিক্রেতা একদিনে সবথেকে বেশি বিক্রয়ের অভিজ্ঞতা পেয়েছেন এবং ২৫ শতাংশ বিক্রেতার মোট বিক্রয় হয়েছে ১ কোটি টাকারও বেশি। প্রাইম ডে উপলক্ষে টপ-১০ শহরগুলির বাইরের এলাকা থেকে ৭০ শতাংশ নতুন গ্রাহক কেনাকাটা করেছেন। গ্রাহকদের প্রোডাক্ট, বেস্ট ডিল, নিউ লঞ্চ, বিল পেমেন্ট, প্রাইম মিউজিক ইত্যাদি বিষয়ে প্রাইম ডে'তে অ্যামাজন শপিং অ্যাপে প্রায় ৩ মিলিয়ন গ্রাহকের প্রশ্নের উত্তর ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়েছে আলেক্সা।

ওয়ানপ্লাস নর্ড ২ ৫জি স্মার্টফোন

মুম্বই: গ্লোবাল টেকনোলজি ব্র্যান্ড ওয়ানপ্লাস নিয়ে এলো ওয়ানপ্লাস নর্ড ২ ৫জি স্মার্টফোন। এই নতুন স্মার্টফোনে রয়েছে সোনি আইএমএক্স৭৬৬ সেন্সর-সহ ৫০এমপি এআই ট্রিপল ক্যামেরা, ওয়ার্প চার্জ ৬৫, ৪৫০০এমএএইচ ডুয়াল সেল ব্যাটারি, ফ্ল্যাগশিপ মিডিয়াটেক ডাইমেনসিটি ১২০০-এআই প্রসেসর এবং ওয়ানপ্লাসের সিগনেচার অক্সিজেনওএস সফটওয়্যার। ওয়ানপ্লাস নর্ড ২ ৫জি পাওয়া যাবে তিনটি কলারে – ব্লু হেজ, গ্রে সিয়েরা ও গ্রীন উডস। ওয়ানপ্লাস নর্ড ২ ৫জি ২ বছর অ্যান্ড্রয়েড আপডেট ও ৩ বছর সিকিউরিটি আপডেট পেতে থাকবে।

ওয়ানপ্লাস নর্ড ২ ৫জি পাওয়া যাবে ওয়ানপ্লাস-ডট-ইন, অ্যামাজন-ডট-ইন, ওয়ানপ্লাস এক্সপিরিয়েন্স স্টোর্স, রিলায়েন্স ডিজিটাল, ক্রোমা, বিজয় সেলস, বাজাজ ইলেক্ট্রনিক্স, পূর্বিকা মোবাইলস, সঙ্গীথা মোবাইলস ও অন্যান্য পার্টনার স্টোরে। এই ফোনের দামের রেঞ্জ এরকম: ২৭৯৯৯ টাকা – ৬জিবি/১২৮জিবি (ব্লু হেজ), ২৯৯৯৯ টাকা – ৮জিবি/১২৮জিবি (ব্লু হেজ, গ্রে সিয়েরা), ৩৪৯৯৯ টাকা – ১২জিবি/২৫৬জিবি (ব্লু হেজ, গ্রে সিয়েরা) ও ৩৪৯৯৯ টাকা ১২জিবি/২৫৬জিবি (গ্রীন উডস)।

সম্পাদকীয়

করোনার তৃতীয় ঢেউয়ের জন্য দায়ী কে?

কিছু দিন আগেই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) জানিয়েছিল, করোনা ভ্যাক্সিনের দু'টো ডোজ নেওয়া থাকলেও ডেল্টা সংক্রমণ হতে পারে। আমেরিকার ল্যানসেট পত্রিকায় প্রকাশিত একটি রিপোর্টে আবার বলা হয়েছে, ফাইজার বা অ্যাস্ট্রাজেনেকার দু'টি ডোজ নেওয়ার ৬ সপ্তাহের পর থেকেই শরীরে অ্যান্টিবডি কমতে শুরু করে। তবে এত তাড়াতাড়ি শরীরে তৈরি অ্যান্টিবডি কমে গেলে করোনার নতুন নতুন ভেরিয়েন্টের বিরুদ্ধে কী ভাবে লড়াই করব আমরা? তা হলে উপায়? এই নিয়ে আবার আমেরিকার বিশেষজ্ঞরা বলছেন, করোনার বিরুদ্ধে লড়াই করতে টিকাকরণই বর্তমানে একমাত্র উপায়।

দেশে এখনও পর্যন্ত মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের টিকাকরণ সম্ভব হয়েছে। এ দিকে আগামী চার থেকে ছয় সপ্তাহের মধ্যে তৃতীয় ঢেউ আছড়ে পড়ার আশঙ্কায় রয়েছে। তৃতীয় ঢেউয়ে বর্তমান সময়ের চেয়ে চার গুণ বাড়তে পারে সংক্রমণ, এমনটাই বলছেন বিশেষজ্ঞরা। করোনার তৃতীয় ঢেউয়ের সব থেকে বড় কারন হিসেবে বিশেষজ্ঞরা টিকাকরণের ধীর গতিকে দায়ী করছেন।

এটা শুধু আমাদের দেশেই নয়, আমেরিকার মত উন্নত দেশেরও জনসংখ্যার একটা বড় অংশেরও টিকাকরণ এখন বাকি। বারবার বলা সত্ত্বেও আমেরিকাবাসীর একটা বড় অংশ টিকা নিতে চাইছেন না। এঁদের কারণেই তৃতীয় ঢেউয়ে ডেল্টা সংক্রমণ হুহু করে বাড়বে বলে উদ্বেগ জানান, 'সেন্টার ফর ডিজিজ কন্টোল'-এর প্রাক্তন ডিরেক্টর টম ফ্রেডেন। পেনসিলভ্যানিয়ার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক পল অফিট বলেন, "অন্তত ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ আমেরিকাবাসী টিকা নিতে আগ্রহী নন। এঁদের কারণেই সংক্রমণ বাড়ছে। এঁদের কারণেই নতুন নতুন ভেরিয়েন্ট তৈরি হচ্ছে যেগুলি ভ্যাকসিনের ক্ষমতা কমিয়ে দিচ্ছে।" এই সব কারনে মাস্ক পরা ও করোনা পরীক্ষার কড়াকড়ি নতুন করে চালু করার কথা ভাবছে বেশ কিছু দেশের প্রশাসন। এমন অবস্থায় আমাদের দেশে জনগনের মধ্যে দ্রুত টিকাকরণ নিয়ে ব্যস্ততা থাকলেও রয়েছে পর্যাপ্ত পরিমানে টিকার অভাব।

কবিতা

মৃতের কবরে প্রতিদিন একটা ফুল রেখো। অনেক বসন্ত পার হতে হতে
প্রকৃতির নিয়মেই শেষ নমস্কার নেমে আসে মাসের শেষ রবিবারে।

পুরোনো বান্ধবীর সাথে আজকাল
দেখা তো দূর
কথা হয়না মোটেই
মৃতদেহের উল্লাস চারপাশে
রোজ নতুন মৃত ব্যক্তির নাম।
লাশ দেখতে পেয়ে
কারোর হাসি পায়নি
কেউ জীবন খোঁজেনা লাশের গন্ধে। তবুও আমার শরীর থেকে
জীবনের গন্ধ বেরোয়, ভালো-মন্দের পালা চলতে থাকে।
বিষাদ !!!
তুমি কেমন আছ?
মৃতেদের ভীড়ে আমি
নমস্কার জানাতে এলাম
একবার তাকাও।

ঢেউ

বিশ্বে এখন করোনা কাল স্বমহিমায় বিরাজমান। গত বছর ফেব্রুয়ারী থেকে কোভিড-১৯ ভাইরাসের দখলে আমাদের প্রিয় ধরিত্রী।পৃথিবীজুরে লক্ষ লক্ষ মৃত্যুর খবরে প্রথমদিকে সবাই আতঙ্কগ্রস্থ হলেও আজ আমাদের সংবেদনে দরকচা পড়ে গেছে। জায়মান ভাইরাসের দৌলতে মৃত্যুসংবাদ আজ আমাদের আর আন্দোলিত করেনা। ভারতবর্ষে দ্বিতীয় ঢেউ আছড়ে পড়ার পর সংক্রমণ ও মৃত্যু আমাদের বহু মানুষের ঘরে ঢুকে মৃত্যু সম্পর্কে আমাদের নতুন বোধে উন্নীত করেছে ইতমধ্যে। আমাদের আবেগতন্ত্রীগুলো কেমন যেন ভোঁতা হয়ে গেছে বিগত দেড় বছরেরও বেশী সময়কাল ধরে। আমরা দেখলাম উন্নত দেশগুলোর ধন-দৌলত, প্রযুক্তি, চিকিৎসা ব্যবস্থা লড়াই করতে ব্যর্থ হোল এই ভাইরাসের বিরূদ্ধে। বিশ্বজুরেই রাজনীতি, অর্থনীতি, উৎপাদন ব্যবস্থা আজ ধ্বস্ত। করোনা ভাইরাস তৃতীয়-চতুর্থ ঢেউ-এ চেপে তান্ডব চালাচ্ছে আজও। কবে এই অবস্থা থেকে মুক্তি—জানা নেই কারোই।

এই প্রেক্ষাপটে বিশ্বের সংস্কৃতি ক্ষেত্রর চেহারাটাও রক্তশূন্যতায় ভুগছে। সিনেমা হলগুলো বন্ধ, নাট্যশালা বন্ধ, নাচ-গানের আসর বন্ধ, টিভি-সিনেমার শ্যুটিং বন্ধ। অর্থাৎ বিনোদন শিল্পের সব দরজাগুলোই দীর্ঘকাল ধরে বন্ধ। সব দেশের সরকারই মাঝে মধ্যে আংশিক খোলার ব্যবস্থা করে। কিন্ত খোলার পরপরই দেখা যায় আবার সংক্রমণ বাড়ছে। ফলে আবার সব বন্ধ হয়ে যায়। সৃষ্টিশীল মানুষেরা পাগল-পাগল মাথা নিয়ে নিজের মাথার চুল ছিঁড়ছে। আর কতদিন স্থবিরতাপাশে আটকে থাকতে হবে তাঁদের, এই চিন্তায় দিশেহারা তাঁরা।

পাশাপাশি, যাঁরা বিনোদন পেশার সঙ্গে অর্থনৈতিকভাবে যুক্ত তাঁদের অবস্থা বাস্তবিকই শোচনীয়। দীর্ঘ সময় ধরে রুজি বন্ধ থাকায় বহু পরিবারই ধুঁকছে। বিশেষত, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর বিনোদন পেশায় যুক্ত মানুষগুলোর অবর্ণনীয় অবস্থার কথা সংবাদ মাধ্যম সূত্রে সুবিদিত আজ। ক্ষেত্রবিশেষে আত্মহননের পথও বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে কেউ কেউ। ভিন্ন পেশা আঁকড়ে ধরার ঘটনাতো আকচার ঘটছে। যদিও সেই পরিবর্তিত পেশাগুলো অবস্থার পরিবর্তন আনতে পারছে, এ কথা বলা যাচ্ছেনা। বরং অনেকেরই ঘটি-বাটি চাঁটি হয়ে যাচ্ছে অনভিজ্ঞতার কারনে।

এই আবহে আলোচনা গুটিয়ে এনে যদি আমাদের পশ্চিমবঙ্গের নাট্য সংস্কৃতির আঙিনায় প্রবেশ করি, তাহলে ছবিটা আর একটু স্পষ্ট হবে। থিয়েটার হলগুলোতো বন্ধ। ফলে মেইন স্ট্রিম থিয়েটার চর্চ্চাও বন্ধ। করোনাকালের প্রথম দিকে অনেকেই ডিজিটাল থিয়েটারের প্রচেষ্টা নিয়েছিলেন। কিন্তু সেটা ফলপ্রসূ হয়নি। দর্শক মোবাইল কিংবা টিভি পর্দায় পয়সা দিয়ে থিয়েটার দেখতে রাজি হয়নি। তাঁরা ওটিটিতে সিনেমা দেখছেন চুটিয়ে, কিন্তু নাটকের বেলায় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন সঙ্গত কারনেই। থিয়েটারের যাঁরা এ বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী হয়েছিলেন, তাঁরা বিশ্ব অঙ্গনে এই চর্চ্চার উদাহরণ টানলেও, চিঁড়ে ভেজেনি। ফলে ডিজিটাল থিয়েটারের ধারনা মান্যতা পায়নি আমাদের রাজ্যে, এমনকি এদেশের কোথাওই নয়।

এখানেই আর একটি প্রশ্ন উঠে এসেছে নতুন করে। মেইন স্ট্রিম থিয়েটারের ধারনা কি পাল্টাবে এবার? প্রসেনিয়াম মঞ্চের পাশাপাশি এতদিন ধরে রাজ্য জুড়ে যে অন্য আঙ্গিকের থিয়েটারগুলো দীর্ঘদিন ধরে চলছে, এবার কি তারাই সামনের সাড়িতে চলে আসবে?

করোনা আরও কিছুকাল থাকলে (মনে হয় থাকবেও) সেটাই হয়তো ভবিতব্য হতে চলেছে আমাদের থিয়েটারের। প্রসেনিয়ামের চাপে অন্য আঙ্গিকের থিয়েটারগুলো এতদিন সেভাবে প্রচার আলোতো পায়ইনি, ক্ষেত্রবিশেষে গড়পরতায় পেছনের সাড়িতে চলে গেছে ব্যবস্থার শিকার হয়ে। এটাযে ইচ্ছাকৃত তেমনটি না বলা গেলেও, আয়েসি শহুরে মধ্যবিত্ত জীবনচর্যার প্রতিফলন ঘটেছে আমাদের মূল থিয়েটার চর্চ্চায়, এটা বলাই যায়।

এবার সম্ভবত দান ওল্টাতে চলেছে করোনা। কলকাতা সহ শহরতলি এবং জেলা শহরেও বহু স্টুডিও থিয়েটার গড়ে উঠেছে ইতমধ্যে। সেখানে অন্তরঙ্গ থিয়েটারের চর্চ্চাও শুরু করেছে অনেক দল। নামি-দামিরা এখনও এ অভ্যাস শুরু না করলেও, আগামীতে করোনার দাপট জারি থাকলে, তাঁরাও সামিল হতে বাধ্য হবেন। এই অন্তরঙ্গ আঙ্গিক ছাড়াও মুক্তমঞ্চ-পার্ক- ভগ্নপ্রাপ্ত জমিদার বাড়ি – নদীর ধার ইত্যাদি অঞ্চল নিয়েও নতুন করে প্রচেষ্টা নিচ্ছে বহু থিয়েটার দল। যাঁরা এখনও হল খোলার আশায় অপেক্ষা করছেন, তাঁদের ধৈর্যও প্রায় শেষ। "কতদিন নাটক না করে থাকা যায়"। অর্থ,প্রচারের বাইরেওতো প্যাশন বলে বস্তুটা হাঁপিয়ে উঠেছে।

হ্যাঁ, এটা ঠিক যে নাটকের নেপথ্যকর্মীরা, যাঁরা মূলত কলকাতা শহরে নাটক সূত্রেই জীবিকা নির্বাহ করেন, তাঁরা খুবই বিপদগ্রস্থ। অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থার মধ্যেই টিঁকে আছেন তাঁরা। অথবা গত বছর দশেক যাবত যে সমস্ত ফ্রিল্যান্সার অভিনেতৃবর্গ, যাঁরা নানা দলে ঘুরে ঘুরে অভিনয় করে পেশাদারিত্ব বেছে নিয়েছেন, তাঁরাও প্রচন্ড মুস্কিলে পড়েছেন, বলাই বাহুল্য। এখন যদি করোনার কারনে ক্রমেই সময়সীমা বাড়তে থাকে,তাহলে তাঁদেরও বিকল্প কিছু ভাবতেই হবে। বেসরকারী সহযোগিতায় কতদিন চলতে পারে? বিশেষত, সরকারও সেভাবে এগিয়ে এসে এঁদের পাশে দাঁড়ায়নি,না কেন্দ্র না রাজ্য।

পৃথিবীর ইতিহাসে ভাইরাসের চলন নিয়ে যে তথ্য মজুদ আছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে,মোটামুটি পাঁচ/সাত বছরের আগে কোন ভাইরাসেরই সুরাহা হয়নি। আমার ধারনা এবার করোনার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হবেনা। ফলে সেটা ধরে এগোলেই থিয়েটার উপকৃত হবে।

আগামীতে হল গুলো খুলে গেলেও কতজন বড় মাপের থিয়েটার নির্মাণ করবেন তা নিয়ে ভাবনার অবকাশ আছে। যত ভাল নাটকই হোক না কেন, বন্ধ ঘরে নাটক দেখার ঝুঁকি নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেবে অনেকের মনেই। বিশেষত যাঁদের বাড়িতে করোনা-মৃত্যু হানা দিয়েছে, তাঁরাতো বটেই। আমার ধারনা কোন দলই তাই বড় লগ্নির ঝুঁকি নেবেনা। আবার দর্শক-টানা নাটক করতে হলে নামি-দামি অভিনেতা,ঝাঁ চকচকে সেট, কিছু চমক ছাড়া চলেনা। তাছাড়া নেপথ্য কর্মী এবং ফ্রিল্যান্সারদেরও বাঁচানোর দায় আছে। এতসব ভাবনা-চিন্তা নিয়ে কলকাতার থিয়েটার কোনদিকে এগোবে সময়ের আগে তা অনুমান করা সত্যিই দুরূহ। যদিও কলকাতার সব দলই যে এসবের আওতায়, তেমনটা নয়। এমন বহু দলই আছে যাঁরা অবস্থা অনুযায়ী চলন পাল্টাবে। হলই তাঁদের থিয়েটার করার একমাত্র জায়গা, এমনটা ভাববে না তাঁরা। জেলা শহরের থিয়েটার চর্চ্চার সঙ্গে অনেক মিল পাওয়া যাবে এইসব দলগুলোর।

এবার জেলা শহরের দলগুলো কি ভাবছে তা নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক। সব জেলা শহরেও মূল প্রবণতা প্রসেনিয়াম চর্চ্চা। কিন্তু প্যান্ডেমিক সময়ে ভাবনার বদল ঘটাতে এই দলগুলির তেমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। ফলতঃ, করোনর প্রথম ঢেউ-এর পরপরই মঞ্চ থেকে মাঠে-বাটে নেমে আসতে দেখা গেছে বহু দলকেই। মুক্তমঞ্চ-অঙ্গণ-হলঘর কোথাওই নাটক করতে এঁরা পিছপা নয়। পরিবর্তিত পরিস্থিতির সুবিধা-অসুবিধা এরা আত্মস্থ করতে সময় নেয়না। শিলিগুড়িতে সব নাটকের দল মিলে গত ডিসেম্বর মাস থেকে প্রায় তিন মাস কাল যাবত প্রতি রবিবার স্থানীয় বাঘাযতীন পার্কে নাটক করেছে। দ্বিতীয় ঢেউ এসে থামিয়ে দিয়েছে এঁদের। আবারও প্রশাসনিক ছাড়পত্র পেলে জারি থাকবে এই প্রচেষ্টা।

আমরা জানি, করোনা পৃথিবীর অনেক ক্ষতি করেছে। মৃত্যুর পাশাপাশি সব দেশের অর্থনীতিকে নাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু এত নেতির মধ্যেও কিছু ইতির সন্ধান পাওয়া গেছে। পৃথিবীর মগজে একটা জোর ঝাঁকি দিয়েছে করোনা। ফলে আমরা নতুন করে আবার প্রকৃতি সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে উঠেছি। শুধু নিজে বাঁচা নয় অন্যকে বাঁচানোরও দায় আছে আমার, এই বোধ আবার ঘরে ফিরেছে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত খরচের অর্থ খরচ না করে সাধু উদ্যোগে সহযোগিতার কথা ভাবতে পারছি আমরা। নব প্রজন্ম দিনের পর দিন কমিউনিটি কিচেন চালাচ্ছে। দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছে। এসবই আবার ফিরে পেয়েছি আমরা করোনা আবহে। আর তার প্রভাব পড়েছে সংস্কৃতি ক্ষেত্রেও। বিশেষত, থিয়েটার চর্চ্চায়তো বটেই।

আমরা লক্ষ্য করেছি, বহুদিন থেকেই কলকাতা শহরের থিয়েটার গ্রুপ থিয়েটার চর্চ্চা থেকে সড়ে গেছে। কোম্পানি থিয়েটার-কর্পোরেট থিয়েটার-বিনোদন থিয়েটারে মজেছে কলকাতা। সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রশ্নটি নেপথ্যে চলে গেছে। এক ধরনের পেশাদারিত্বর কথা এখন কলকাতার থিয়েটারের বিশেষত্ব। মানুষ-সমাজ-দেশ বা অত্যাচারিত জনগন- রাস্ট্রীয় নিপীড়ন-মানুষের লড়াই, এগুলো বিষয় হিসাবে আর তেমন কক্ষে পায়না। আজ করোনা এসে এসব নিয়ে আবার ভাবতে বলছে আমাদের। বিনোদনকে সঙ্গে নিয়ে এই বিষয়গুলো যদি আবার না ভেসে ওঠে কলকাতার থিয়েটার চর্চ্চায় তাহলে সবকিছুই মূল্যহীন হয়ে পড়বে। পূর্বসুরিদের নিরলস চর্চ্চা, তাঁদের আত্মত্যাগ, দায়বদ্ধতা অস্বীকার করে যেদিকে চলেছে থিয়েটার তার ভবিষ্যৎ যে উজ্জ্বল হবেনা, তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। অবশ্য জানা নেই, এ কথাগুলো আদৌ ভাবা হবে কিনা?

জেলা-থিয়েটারে এখনও কিন্তু গ্রুপ থিয়েটারের ধারা বহাল আছে তা সে যতই জৌলুসহীন হোক না কেন,একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। তাই দলগুলোর প্রায় সবাই একমত যে, আগামী নাটক এমনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে যে কোন পরিসরে তা উপস্থাপিত করা যায়। আলো-মঞ্চ এসব সহযোগে বা না রেখেও নাটক করা যাবে সামান্য অদল বদল করে। ইমপ্রোভাইজেশনের প্র্যাকটিস রপ্ত করতে হবে। আর সর্বশেষ কথা, খরচ রাখতে হবে আয়ত্বের মধ্যে। নাটক লেখা এবং অভিনয়, মূল জোর থাকবে এই দুই বিষয়ে। আগামী থিয়েটার হয়তো গড়ে উঠবে নব আঙ্গিকে,নব সাজে। থিয়েটার হবে হলে-মাঠে-বাটে-আঙিনায়। সব থিয়েটার মিলেই হবে মেইন স্ট্রিম থিয়েটার,কেবল প্রসেনিয়ামকেই গুরুত্ব নয়।

পরিশেষে বলি, লোকনাট্য'র চর্চ্চাও চলে আসবে সমগ্র থিয়েটার চর্চ্চায়। রবীন্দ্রনাথের প্রাচ্য-থিয়েটার ধারনার নির্মাণে হয়তো কাজ শুরু হবে করোনা পরবর্তী থিয়েটার চর্চ্চায়। বলাই যায়, নতুন সম্ভাবনার দিগন্ত উন্মোচিত হল আজকের থিয়েটারের কাছে। ফসল কতটা তোলা যাবে সেটাই দেখার এখন।

অ্যাম্বুলেন্স নেটওয়ার্ক বাড়াচ্ছে স্ট্যানপ্লাস

কলকাতা: কোম্পানির প্রসারণ পরিকল্পনা ঘোষণা করল ভারতের অগ্রণী 'প্রাইভেট পেশেন্ট লজিস্টিক্স অ্যান্ড এমার্জেন্সি মেডিক্যাল রেসপন্স কোম্পানি' স্ট্যানপ্লাস। হায়দ্রাবাদ ও ব্যাঙ্গালোরে রেড অ্যাম্বুলেন্স নেটওয়ার্ক গঠনের পর এবার কোম্পানি তার নিজস্ব অ্যাম্বুলেন্স নেটওয়ার্ক প্রসারিত করতে চলেছে মুম্বই, চেন্নাই, দিল্লি, কলকাতা ও পুণে শহরে।

স্ট্যানপ্লাসের এই প্রসারণ পরিকল্পনা রচিত হয়েছে আগামী পাঁচ বছরের জন্য। এইসময়ে স্ট্যানপ্লাস যত বেশি সম্ভব শহরে তার অ্যাম্বুলেন্সের বহর ছড়িয়ে দেবে। কোম্পানি তাদের মার্কেট শেয়ার বৃদ্ধির দিকেও নজর দিচ্ছে এবং তাদের পোর্টফোলিয়োতে নতুন গ্রাহকের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটাতে চাইছে, যাতে আরও বেশি এলাকায় ছড়িয়ে পড়া সম্ভব হয়।

পরিকল্পনা রূপায়নের জন্য স্ট্যানপ্লাস ম্যানপাওয়ার, ইনফ্রাস্ট্রাকচার ও ট্রেনিংয়ে প্রচুর বিনিয়োগ করে চলেছে। স্ট্যানপ্লাস ইতিমধ্যে বিভিন্ন শহরে নতুন ট্যালেন্ট নিয়োগ করেছে এবং 'এফেকটিভ অপারেশনস', 'এক্সিকিউশন' ও 'গ্রোথ টার্মস' সৃষ্টি করেছে।

এইচডিএফসি মিউচুয়াল ফান্ডের এনএফও

মুম্বই: এইচডিএফসি মিউচুয়াল ফান্ড স্কিমের ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজার এইচডিএফসি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড লঞ্চ করল একটি নিউ ফান্ড অফার (এনএফও) – এইচডিএফসি নিফটি৫০ ইকোয়াল ওয়েট ইন্ডেক্স ফান্ড। এই এনএফও খুলবে ৪ অগাস্ট ও বন্ধ হবে ১৩ অগাস্ট। একটানা বিক্রয় ও রিপারচেজের জন্য ফান্ডটি রি-ওপেন হবে ইউনিট অ্যালটমেন্টের ৫ বিজনেস ডে'র মধ্যে। এইচডিএফসি নিফটি৫০ ইকোয়াল ওয়েট ইন্ডেক্স ফান্ড নিফটি৫০'র অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক কোম্পানির প্রতি সমান গুরুত্ব দিয়ে বৃদ্ধির দিকে নজর দেবে। যারা টপ৫০ কোম্পানিতে সরল ও স্মার্ট উপায়ে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী, এই ফান্ডটি সেইসব বিনিয়োগকারীর জন্য খুবই উপযুক্ত।

'আনলিমিটেড'-এর সব স্টোর ভি-মার্টের

নতুন দিল্লি: ভি-মার্ট রিটেল লিমিটেড 'আনলিমিটেড'-এর সব চালু স্টোরগুলি অধিগ্রহণ করার জন্য অরবিন্দ লাইফস্টাইল ব্র্যান্ডস লিমিটেডের সঙ্গে 'ডেফিনিটিভ এগ্রীমেন্ট' স্বাক্ষর করল। 'আনলিমিটেড' দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে সাশ্রয়ী মূল্যে বিক্রয়ের জন্য পুরুষ, মহিলা ও শিশুদের জন্য ৭৪টি রিটেল ফ্যাশন স্টোর চালায়।

হস্তান্তরের শর্ত অনুসারে, ভি-মার্ট আনলিমিটেডের সকল স্টোর, ওয়্যারহাউস, ইনভেন্টরি ও স্টোর ব্র্যান্ড 'আনলিমিটেড' অধিগ্রহণ করবে, যার আনুমানিক মূল্য প্রায় ১৫০ কোটি টাকা। এই হস্তান্তর চুক্তির ফলে ভি-মার্ট দক্ষিণ ভারতে পদক্ষেপ করবে এবং সাশ্রয়ী মূল্যে গ্রাহকদের ফ্যাশন সামগ্রীর চাহিদা পূরণ করতে পারবে।

নিসান ইন্ডিয়ার হোলসেল হয়েছে ৮১৫৬ ইউনিট

নতুন দিল্লি: ২০২১-এর জুলাই মাসে ডোমেস্টিক মার্কেটে নিসান ইন্ডিয়ার হোলসেল হয়েছে ৪২৫৯টি ভেহিকেল, যা মাসিক বিক্রয়ের দিক থেকে বিগত ৩ বছরে সর্বাধিক। এই সাফল্য এসেছে নতুন নিসান ম্যাগনাইট লঞ্চের পরিপ্রেক্ষিতে। এইসময়ে নিসানের এক্সপোর্ট হয়েছে ৩৮৯৭ ইউনিট এবং এর কারণও রপ্তানি ক্ষেত্রে নিসান ম্যাগনাইটের উপস্থিতি। নেপালে নিসান ম্যাগনাইট লঞ্চের পর ইলেক্ট্রিক ভেহিকেলসের অন্যতম পথপ্রদর্শক নিসান সম্প্রতি নেপালে লঞ্চ করেছে নিসান লিফ ইলেক্ট্রিক ভেহিকেল।

নতুন নিসান ম্যাগনাইটের সঙ্গে রয়েছে 'বেস্ট এভার, লোয়েস্ট-ইন-ক্লাস মেইনটেন্যান্স কস্ট', যার সঙ্গে আছে ২ বছরের (৫০,০০০কিমি) ওয়ারেন্টি। নিসান গ্রাহকরা অনলাইনে সার্ভিস বুক করতে ও কস্ট চেক করতে পারেন নিসান সার্ভিস হাব বা নিসান কানেক্টের মাধ্যমে - নিসান সার্ভিস কস্ট ক্যালকুলেটর দ্বারা। গ্রাহকদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে নিসান চালু করেছে 'কনভেনিয়েন্স অফ ডোরস্টেপ সার্ভিস' ও 'পিক-আপ অ্যান্ড ড্রপ-অফ' সার্ভিস – ডিলারশিপ থেকে যাওয়া-আসার জন্য। নিসানের শপ@হোম ডিজিটাল প্লাটফর্ম দিচ্ছে সম্পূর্ণ 'কন্ট্যাক্টলেস কার বায়িং এক্সপিরিয়েন্স'। এছাড়া সম্প্রতি নিসান ইন্ডিয়া সিএসডি থেকে তাদের নিসান ও ডাটসুন প্রোডাকসমূহ পাওয়ার ব্যবস্থা করেছে।

ওপ্পো রেনো৬ ৫জি স্মার্টফোন

নতুন দিল্লি: রেনো৬ প্রো ৫জি ও রেনো৬ ৫জি লঞ্চের পর ওপ্পো এবার ফ্লিপকার্ট ও মেইনলাইন রিটেলারদের মাধ্যমে নিয়ে এসেছে ওপ্পো রেনো৬ ৫জি স্মার্টফোন।

ওপ্পো রেনো৬ ৫জি একটি অল-রাউন্ডার সুপারফোন। এতে রয়েছে মিডিয়াটেক ডাইমেন্সিটি ৯০০ চিপসেট, আর সেইসঙ্গে ৮জিবি র‍্যাম, ১২৮জিবি রম এবং ইন্টারনাল র‍্যাম এক্সপানশনের সুবিধা। একগুচ্ছ অফার-সহ ওপ্পো রেনো৬ ৫জি পাওয়া যাবে দুইটি কলারে – অরোরা ও স্টেলার ব্ল্যাক। নানারকম অফারের সুবিধা-যুক্ত ওপ্পো রেনো৬ ৫জি ফ্লিপকার্টে পাওয়া যাবে ২৯৯৯০ টাকায়। নতুন ওপ্পো রেনো৬ ৫জি স্মার্টফোনে রয়েছে ওপ্পোর রেনো গ্লো ডিজাইন ও ফাইভ-লেয়ার গ্রেডিয়েন্ট প্রসেস, যা দেয় এক স্টানিং শিমারি লুক। ফোনটি মাত্র ৭.৫৯মিমি পুরু এবং ওজন মাত্র ১৮২ গ্রাম। এতে রয়েছে ওপ্পোর কলারওএস ১১.৩, ৬৫ওয়াট সুপারভুক ২.০, যার দ্বারা ৪৩০০এমএএইচ ব্যাটারি মাত্র ২৮ মিনিটে সম্পূর্ণ চার্জ করা যায়।

স্টিফেন ডেজের ইন্ডি-বেঙ্গলি পপ অ্যালবাম

কলকাতা: ড্রিম পপ, আর-অ্যান্ড-বি, ইলেক্ট্রনিক ও ওয়ার্ল্ড মিউজিক প্রণোদিত সর্বপ্রথম ইন্ডি-বেঙ্গলি পপ অ্যালবাম আসতে চলেছে স্টিফেন ডেজের কণ্ঠের মাধ্যমে। একজন মিউজিসিয়ান ও কম্পোজার স্টিফেন ডেজ নতুন যুগের বাংলা মিউজিকে এইসব ঘরানা নিয়ে এসেছেন। 'ঠিকানা' মিউজিক ভিডিয়ো ও টাইটেল ট্র্যাক 'বিদেশী ফড়িং' পাওয়া যাচ্ছে 'স্টিফেন ডেজ' ইউটিউব চ্যানেলে। অ্যাপল মিউজিক, স্পটিফাই, জিওশাওন, অ্যামাজন মিউজিক, হাঙ্গামা ও উইংকের মতো স্ট্রিমিং প্লাটফর্মে ২৩ জুলাই মুক্তিপ্রাপ্ত তাঁর প্রথম অ্যালবাম বিদেশী ফড়িংয়ে রয়েছে এইসব ট্র্যাক – ঠিকানা, বিদেশী ফড়িং, ন্যাকা কান্না, মাছ, স্বাধীন, রাখতে পারলিনা, তোমার আমি আর নেই, আশার পাহাড় ও সূর্যোদয়।

স্টিফেন জানান, এই নয়টি ট্র্যাক শ্রোতাদের নিয়ে যাবে তাদের অম্লমধুর সম্পর্কের বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে। গানগুলিতে ধরা পড়েছে পোস্ট-ব্রেক-আপ সিচুয়েশন – ব্লাইন্ড লাভ থেকে বিট্রেয়াল পর্যন্ত, যার শেষে এসেছে লোনলিনেস, ব্লেম গেমের উপলব্ধি আর সেইসঙ্গে নস্টালজিয়া ও শেষ বিদায় নেওয়া। স্টিফেনের বক্তব্য, গানগুলির মাধ্যমে তিনি অসংখ্য তরুণ বাঙালির হৃদয়ে পৌঁছে যেতে চান যারা এখনও কৈশোরে বা কুড়ির নীচের বয়সে রয়েছে এবং সম্পর্কের ক্ষেত্রে অসততা মানতে পারেনা।

ব্লেন্ডার্স প্রাইড ফ্যাশন ট্যুর

শিলিগুড়ি: ফ্যাশন ডিজাইন কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার (এফডিসিআই) সহযোগিতায় ব্লেন্ডার্স প্রাইড ফ্যাশন ট্যুর নিয়ে এলো দ্য শোকেস-এর দ্বিতীয় সংস্করণ। এর উদ্দেশ্য, ট্যালেন্টের পরিচর্যা ও নতুন দিগন্তের পথ খুলে দেওয়া। দ্য শোকেস উপস্থাপনার উদ্দেশ্য হল ভারতের অন্যতম অগ্রণী প্লাটফর্ম গড়ে তোলা যেখান থেকে চারটি ক্যাটাগরির ট্যালেন্ট আবিস্কার করা সম্ভব হবে – ফ্যাশন ডিজাইনার, শাটারবাগ, মডেল ও কনটেন্ট ক্রিয়েটর। উচ্চাকাঙ্ক্ষীদের জন্য দ্য শোকেস এমন এক প্লাটফর্ম দেবে যেখানে তারা নিজেদের 'ক্রিয়েটিভ এক্সপ্রেশন' প্রকাশ করতে পারবেন - 'উইথ প্রাইড'। যারা জয়ী হবেন তারা তাদের কাজ প্রদর্শন করতে পারবেন পরবর্তী সংস্করণের ব্লেন্ডার্স প্রাইড ফ্যাশন ট্যুরের সময়ে। দ্য শোকেসে থাকছেন ফ্যাশন জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ – জুরি, মেন্টর, কীনোট স্পিকার ও অ্যাক্টিভ ফ্যাশন প্রোমোটার হিসেবে।

দ্য শোকেসে 'প্রাইড'-এর বিভিন্ন ধরণ প্রকাশ পাবে, যেমন 'মাই আইডেন্টিটি, মাই প্রাইড', 'মাই প্যাশন, মাই প্রাইড' ও 'মাই প্ল্যানেট, মাই প্রাইড'। দেশব্যাপী ট্যালেন্ট হান্টের মাধ্যমে শর্টলিস্টেড প্রতিযোগীদের চারজনের টিমে ভাগ করে দেওয়া হবে। প্রতিটি টিম গড়া হবে ডিজাইনার, শাটারবাগ, মডেল ও কনটেন্ট ক্রিয়েটর – এই চারটি ক্যাটাগরি থেকে। তাদের সামনে চ্যালেঞ্জ থিম হিসেবে রাখা হবে 'মাই প্ল্যানেট, মাই প্রাইড'।

গোইবিবো'র 'প্রাইস লক' ফিচার

শিলিগুড়ি: ভারতের অগ্রণী অনলাইন ট্রাভেল ব্র্যান্ড গোইবিবো চালু করল এক ইন্ডাস্ট্রি-ফার্স্ট ফিচার – 'প্রাইস লক'। এর ফলে বিমানযাত্রীরা সাতদিন অবধি তাদের বিমান ভাড়ার মূল্যের সম্ভাব্য ওঠাপড়া আটকে রাখতে পারবেন। এর উদ্দেশ্য হল টিকিটের দাম না মিটিয়েই যাত্রীরা যেন আগে থেকে বিমানে আসন বুক করে রাখতে পারেন। প্রাইস লকের মাধ্যমে বিমানযাত্রীরা টিকিটের মূল্যবৃদ্ধির হাত থেকেও রক্ষা পাবেন।

বিমানযাত্রীরা অনেকসময় যাত্রার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে চিন্তায় থাকেন তারা টিকিট কেটে রাখবেন, নাকি অপেক্ষা করবেন আর দাম বাড়ার ঝুঁকি নেবেন। প্রাইস লক ফিচার এব্যাপারে তাদের সাহায্য করবে। এই সার্ভিসের দ্বারা গ্রাহকরা টিকিটের দাম ১ দিন, ৩ দিন বা ৭ দিন আটকে রাখতে পারবেন সামান্য কিছু ফী দিয়ে, যা পরবর্তীতে টিকিট কেনার সময়ে অ্যাডজাস্ট করে নেওয়া যাবে।

অ্যামাজন গ্রেট ফ্রীডম ফেস্টিভ্যাল

মুম্বই: অ্যামাজন-ডট-ইন 'গ্রেট ফ্রীডম ফেস্টিভ্যাল' শুরু করতে চলেছে ৫ অগাস্ট থেকে। চলবে ৯ অগাস্ট পর্যন্ত। এই ফেস্টিভ্যাল চলাকালীন গ্রাহকদের প্রচুর সেভিংসের সুবিধা দেওয়া হবে। গ্রাহকরা হাজার হাজার পণ্যসামগ্রী থেকে তাদের পছন্দের জিনিসপত্র বেছে নেওয়ার সুযোগ পাবেন। বিক্রেতাদের মধ্যে থাকছেন আর্টিজান ও উইভার, উওমেন এন্টারপ্রিনার্স, স্টার্ট-আপস, ব্র্যান্ডস ও লোকাল নেবারহুড স্টোর্স। যেসব ক্যাটাগরির সামগ্রী বিক্রয় হবে সেগুলির মধ্যে থাকবে মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ, ইলেক্ট্রনিক্স, অ্যামাজন বিজনেস, ফ্যাশন ও বিউটি এসেন্সিয়ালস, হোম ও কিচেন, গ্রোসারি, লার্জ অ্যাপ্লায়েন্সেস, 'ওয়ার্ক অ্যান্ড স্টাডি ফ্রম হোম এসেন্সিয়ালস', ইত্যাদি।

গ্রেট ফ্রীডম ফেস্টিভ্যালের সময়ে কেনাকাটায় গ্রাহকরা এক্সট্রা ১০% ইনস্ট্যান্ট ডিসকাউন্ট পাবেন এসবিআই ক্রেডিট কার্ড ও ক্রেডিট ইএমআই-এর মাধ্যমে। গ্রোসারি ও নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর ক্রয়ে পাওয়া যাবে 'গ্রেট সেভিংস'। গ্রেট ফ্রীডম ফেস্টিভ্যাল চলাকালীন বিভিন্ন ক্যাটাগরির প্রোডাক্ট পেশ করবে ইন্ডিয়ান স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম বিজনেসেস।

আইসিআইসিআই প্রু লাইফ ইউপিআই অটোপে

শিলিগুড়ি: আইসিআইসিআই প্রুডেন্সিয়াল লাইফ ইন্স্যুরেন্স ন্যাশনাল পেমেন্টস কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া'র (এনপিসিআই) সঙ্গে সম্পর্কের বন্ধন গড়ে তুললো। এর উদ্দেশ্য, গ্রাহকদের ইউপিআই অটোপে সুবিধা প্রদান করা। এবার গ্রাহকরা সহজে ইন্স্যুরেন্স পলিসি কিনতে এবং প্রিমিয়াম পেমেন্ট করতে পারবেন।

আইসিআইসিআই প্রুডেন্সিয়াল লাইফ হল দেশের প্রথম ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি যারা গ্রাহকদের সুবিধার জন্য ইউপিআই অটোপে ব্যবস্থা নিয়ে এসেছে। এখন লাইফ ইন্স্যুরেন্স পলিসি কেনার সময়ে গ্রাহকরা তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ইউপিআই অটোপে'র সঙ্গে যুক্ত করতে পারবেন এবং সহজেই প্রিমিয়াম পেমেন্ট দিতে পারবেন। নিয়মিত রিনিউয়াল প্রিমিয়াম পেমেন্টের জন্য নিজেদের স্মার্টফোন ব্যবহার করে গ্রাহকরা ইউপিআই অটোপে অ্যাক্টিভেট করতে পারবেন। আইসিআইসিআই প্রুডেন্সিয়াল লাইফ ইন্স্যুরেন্সের 'ডিজিটাইজেশন জার্নি'র পথে আরেকটি পদক্ষেপ এই ইউপিআই অটোপে ব্যবস্থা।

ডিসি কিঝাকেমুরি ফাউন্ডেশন

নতুন দিল্লি: ডিসিএসএমএটি গ্রুপ অফ ইনস্টিটিউশনস-এর সহযোগিতায় ডিসি কিঝাকেমুরি ফাউন্ডেশন মেধার ভিত্তিতে ভারতের সব রাজ্যের একজন করে যোগ্য শিক্ষার্থীকে স্কলারশিপ দিচ্ছে। এই স্কলারশিপের সুযোগ পাবে দেশের ২৯টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের শিক্ষার্থীরা। দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের সাহায্য করা ও তাদের স্বপ্নপূরণের পথে এগিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে এই স্কলারশিপ দেওয়া হচ্ছে। ২৯টি স্কলারশিপের জন্য ২ কোটি টাকা এবং সুপার মেরিট স্কলারশিপের জন্য ৫০ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে ৯০ শতাংশ মার্কস পাওয়া শিক্ষার্থীদের।

ডিসি স্কুল অফ ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড টেকনোলজি (ডিসিএসএমএটি) গ্রুপ অফ ইনস্টিটিউশনস (ভাগামন ও ত্রিবান্দ্রাম) বাস্তবায়িত হয়েছে ডিসি কিঝাকেমুরি ফাউন্ডেশন ও ডিসি বুকস-এর উদ্যোগে এবং এর পেছনে রয়েছে পদ্মভূষণ ডিসি কিঝাকেমুরির (১৯১৪-১৯৯৯) অনুপ্রেরণা। এছাড়া, ডিসি কিঝাকেমুরি ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ডিসি স্কুল অফ আর্কিটেকচার অ্যান্ড ডিজাইন আর্কিটেকচার পড়তে আগ্রহী ছাত্রছাত্রীদের দিচ্ছে ১২টি স্কলারশিপ।

হোন্ডা অ্যামেজের প্রি-লঞ্চ বুকিং শুরু

শিলিগুড়ি: হোন্ডা কারস ইন্ডিয়া লিমিটেড আগামী ১৮ অগাস্ট লঞ্চ করবে তাদের নতুন হোন্ডা অ্যামেজ। স্টাইলিশ নিউ লুক, স্ট্রাইকিং এক্সটেরিয়র চেঞ্জ ও এনহ্যান্সড ইন্টেরিয়র বিশিষ্ট হোন্ডা অ্যামেজের প্রি-লঞ্চ বুকিং করা যাবে যেকোনও হোন্ডা ডিলারশিপে, ২১,০০০ টাকা বুকিং অ্যামাউন্ট জমা দিয়ে। এছাড়া, গ্রাহকরা বাড়িতে বসেও অনলাইনে 'হোন্ডা ফ্রম হোম' প্লাটফর্ম থেকে ৫০০০ টাকা দিয়ে বুক করতে পারবেন।

হোন্ডা অ্যামেজ হল হোন্ডার লার্জেস্ট সেলিং মডেল এবং দেশের প্রচুর সংখ্যক গ্রাহকের প্রিয় গাড়ি। ম্যানুয়াল ও সিভিটি ভার্সনের হোন্ডা অ্যামেজ পাওয়া যাবে ১.৫লি আই-ডিটিইসি ডিজেল ইঞ্জিন ও ১.২লি আই-ভিটিইসি পেট্রল ইঞ্জিন মডেলে।

এখনো শেষ হলো না রবীন্দ্র ভবন সংস্কারের কাজ

কোচবিহার: প্রায় ৪ বছর থেকে একই বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে কোচবিহারের সাংস্কৃতিক ভবন রবীন্দ্র ভবন। ২০১৭ সাল নাগাদ এই ভবন সংস্কারের কাজ শুরু হয় উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের তরফে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী তথা রবীন্দ্রনাথ ঘোষ থাকা কালিন শুরু হয় রবীন্দ্র ভবন সংস্কারের কাজ, কিন্তু এখনও পর্যন্ত শেষ করে উঠতে পারেন নি উন্নয়ন দফতর।

পেরিয়ে গেছে ২১-এর বিধানসভা নির্বাচন। তারপরেও কেটে গেলো অনেক দিন, এখন কী তাহলে আসার আলো দেখবে কোচবিহার বাসী? নির্বাচনের আগে প্রাক্তন মন্ত্রী রবীন্দ্র নাথ ঘোষ আসেন এবং দ্রুত কাজ শেষ করার প্রতিশ্রুতি দেন, কিন্তু তারপরেও কেটে গেলো বহু দিন, এখন শেষ হয়ে ওঠে নি কাজ।

পুরনিগমের প্রশাসকমন্ডলীকে প্রশ্ন অশোক ভট্টাচার্যের

শিলিগুড়ি: পুরনিগমের প্রশাসকমন্ডলীর এক বছরের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পরও কোন আইনের ভিত্তিতে প্রশাসকমন্ডলী কাজ করছে সেই প্রশ্ন তুললেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রাক্তন মেয়র তথা সিপিআইএমের পলিটব্যুরো সদস্য অশোক ভট্টাচার্য। অবিলম্বে পুরনিগমে নির্বাচনের দাবী তোলেন তিনি। সেই সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুসারে রাজনৈতিক কর্মীদের পরিবর্তে সরকারি আধিকারিকদের প্রশাসক মনডলীতে রাখার দাবীও তোলেন।

তিনি প্রশ্ন করেন যদি বিধানসভা নির্বাচন হতে পারে, হায়দারাবাদে পৌর কর্পোরেশনে নির্বাচন, কেরালার পৌরসভার নির্বাচন, রাজস্থানে পঞ্চায়েত নির্বাচন, উত্তরপ্রদেশে পঞ্চায়েত নির্বাচন হতে পারে তাহলে পশ্চিমবঙ্গে কেন পৌরসভা ও মহকুমা পরিষদের নির্বাচন হবে না। আমাদের দাবী এদের সরাতে হবে ও অবিলম্বে নির্বাচন করতে হবে।

সাগর দিঘিতে স্নান করতে নেমে তলিয়ে গেল এক যুবক

কোচবিহার: সাগর দিঘিতে স্নান করতে নেমে হঠাৎই তলিয়ে গেলো এক যুবক, জানাজায় বুধবার ১১ আগস্ট দুপুর ১টা ৩০ নাগাদ এই ঘটনা ঘটে। স্থানীয়দের কাছে জানা যায়, নদীতে স্নান করতে নেমে তলিয়ে যায় যুবক। এরপর এই ঘটনার খবর শুনে ছুটে আসে কোচবিহার কোতোয়ালি থানার পুলিশ ও বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর অধিকর্তারা। তারা এসে দ্রুত ওই যুবককে খুঁজতে স্পীড বোর্ড নামায়, এবং প্রশাসনের পক্ষ থেকে ডুবুরি নামিয়ে তল্লাশি চালানো হলেও এখনো পর্যন্ত ওই যুবককে উদ্ধার করা যায়নি বলে জানা যায়।

টোটো নিয়ন্ত্রণে জলপাইগুড়ি সদর ট্রাফিক

জলপাইগুড়ি: থানামোড়ে জলপাইগুড়ি সদর ট্রাফিক ওসি এবং হাইওয়ে ওসি তার টিম নিয়ে ২৮ জুলাই শহরের বাইরের টোটো শহরে যেন ভিড় না করে সেই কারণেই এই অভিযান। পাশাপাশি পুরসভার বৈধ কাগজ ও পরিচয় পত্র থাকলেই টোটো চলাচল করতে দেওয়া হবে বলে জানান ট্রাফিক ওসি। ঠিকঠাক কাগজ দেখাতে পারেনি এমন বেশ কয়েকটি টোটো আটক করা হয়েছে।

কালচিনিতে আয়োজিত হল আদিবাসী দিবস

আলিপুরদুয়ার: কালচিনি ব্লক প্রশাসন ও আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় ৯ আগস্ট বিশ্ব আদিবাসী দিবস আয়োজিত হয় কালচিনি ডিমা যাত্রা ময়দানে। অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত হয়েছিলেন আলিপুরদুয়ার জেলাশাসক, পুলিশ সুপার, কালচিনির বিডিও, এবং কালচিনি পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা।

আদিবাসী দিবস উপলক্ষ্যে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই জনজাতির মানুষেরা উপস্থিত হয়েছিলেন। এদিন অনুষ্ঠানে সরকারি আধিকারিকরা জনজাতির মানুষদের রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প যেমন জয় জোহার সম্পর্কে অবগত করান। এছাড়াও কালচিনি থানা ময়দান থেকে ধামসা মাদল সহকারে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয়। আদিবাসী জনজাতির বিভিন্ন বয়সের মানুষেরা নিজেদের সাংস্কৃতিক পোশাকে সজ্জিত হয়ে শোভাযাত্রায় পা মেলান।

ডাকাতি হওয়া টাকা উদ্ধার করল পুলিশ

শিলিগুড়ি: গত ২২শে জুলাই শিলিগুড়ি খড়িবাড়ি থানার অন্তর্গত থানঝোড়া চা বাগানের শ্রমিকদের বেতনের জন্য বাগডোগরার একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক থেকে ২৭ লক্ষ টাকা তুলে বাগানের দিকে যাচ্ছিল থানঝোড়া চা বাগানের দুই কর্মী। পথেই ঘোষপুকুর জাতীয় সড়কের কাছে তিনটি বাইক ও একটি গাড়ি বাগানের গাড়ি আটকায় এক দুষ্কৃতী দল। এরপর বন্দুক উচিয়ে গুলি চালিয়ে বাগান কর্মীদের মারধর করে বাগান শ্রমিকদের বেতনের জন্য ব্যাংক থেকে তোলা ২৭ লক্ষ টাকা নিয়ে চম্পট দেয় ওই দুষ্কৃতী দল।

বাগান কর্তৃপক্ষের নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে দার্জিলিং পুলিশ তদন্ত শুরু করে। তদন্তে নেমে ডিএসপি (রুরাল) অচিন্ত গুপ্ত একে একে করে ডাকাত দলের ৫ জনকে ধরে উদ্ধার করা হয় ডাকাতি হওয়া টাকার প্রায় সিংহভাগ। ৮ আগস্ট দার্জিলিংয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে একথা জানান দার্জিলিং পুলিশ সুপার ডাক্তার সন্তোষ নিম্বালকর। পুলিশ সুপার আরো জানার ডাকাত দলের ১০জনের মধ্যে পাঁচজন ইতিমধ্যেই ধরা পড়ে গেছে। বাকি পাঁচজনও শিঘ্রই ধরা পড়ে যাবে। ডাকাত দলের কাছ থেকে একটি পিস্তল ও পাঁচটি মোবাইল ফোন ও উদ্ধার করা হয়।

দার্জিলিং গার্জিয়ান্স ফোরামের গঠন করল জেলা প্রশাসন

দার্জিলিং: পশ্চিমবঙ্গের উত্তরের তিন জেলায় করোনা সংক্রমণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই তিন জেলায় মধ্যে অন্যতম হল দার্জিলিং জেলা। দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি এই দুই জেলাতেই পর্যটনের জন্যে ভিড় হয় প্রতি বছর। আর মাস দুয়েক পর থেকেই এই দুই জেলায় পর্যটকদের ভিড় বাড়তে শুরু করবে। দার্জিলিং পাহাড়েও ব্যাপক ভিড় হবে, আর সেই কারনেই উদ্বিগ্ন দার্জিলিংয়ের প্রশাসন।

দার্জিলিং পাহাড়ি অঞ্চলে করোনা সংক্রমণ রুখতে অনীত থাপার নেতৃত্বে গঠন করা হয়েছে 'দার্জিলিং গার্জিয়ানস ফোরাম'। করোনা ভাইরাসের তৃতীয় ওয়েভ থেকে দার্জিলিং পাহাড়কে বাঁচাতে একগুচ্ছ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে চলেছে এই ফোরাম। সাধারন মানুষকে আরও বেশি করে প্রতিষেধক দেওয়ার ওপরেও জোর দেবে এই ফোরাম। এই ব্যাপারে আরও বিশদে কাজ করার জন্যে বিস্তারিত আলোচনা করতে এই ফোরামের প্রতিনিধিরা মীটিংও সেরেছেন দার্জিলিং জেলা শাসকের সাথে।

দার্জিলিং গার্জিয়ান্স ফোরামের রয়েছেন- অমর সিং রাই (চিফ কোঅর্ডিনেটর), দাওয়া লামা, জর্ডন নরবু, ডি বি গুরুং, এস এন প্রধান, ডি কে প্রধান ইয়িঙ্গ চুং এবং তিলক দেওয়ান।

উদ্ধার গান্ডারের শৃঙ্গ, গ্রেফতার দুই

আলিপুরদুয়ার: চিলাপাতার কাছেই মথুরা মোড়ে জাতীয় সড়কের ওপর আলিপুরদুয়ার থানার সোনাপুর ফাঁড়ি পুলিশের নাকা চেকিংয়ে শুক্রবার রাতে সন্দেহজনক দুই ব্যক্তিকে তল্লাশি করে উদ্ধার হয় একটি গন্ডারের শৃঙ্গ। সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হয় ওই দুই ব্যক্তিকে। তাদের নাম অনির্বান দাস ও অভিজিৎ সূত্রধর।

দু'জনেই কোচবিহারের পুন্ডিবাড়ি এলাকার বাসিন্দা। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তারা জানিয়েছেন, তপসীখাতা এলাকার এক ব্যক্তি তাদের ওই জিনিসটি হাসিমারা পৌঁছে দিতে বলেছিলেন, তাই তারা বাইকে করে হাসিমারা দিকে যাচ্ছিলেন। কিন্তু জিনিসটি কি তা তারা জানেন না।

ধৃতদেরকে আজ আলিপুরদুয়ার আদালতে পাঠিয়েছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর উদ্ধার হওয়া বস্তুটি দেখতে গন্ডারের শৃঙ্গের মতো, আরও নিশ্চিত হতে পরীক্ষা করার জন্য পাঠান হবে। তারপরেই নিশ্চিত করে বলা যাবে।

২৪ ঘন্টার মধ্যে নিখোঁজ কিশোরীকে খুঁজে বের করল পুলিশ

শিলিগুড়ি: ১০ই আগস্ট নিউ জলপাইগুড়ি থানার অন্তর্গত শীতলা পাড়া থেকে ১৫ বছরের এক কিশোরী নিখোঁজ হয়ে যায়। অনেক খোঁজাখুঁজির পর না পেয়ে অবশেষে ১১ আগস্ট কিশোরীর পরিবারে পক্ষথেকে নিউ জলপাইগুড়ি থানায় একটি নিখোঁজ সংক্রান্ত লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ২৪ ঘন্টার মধ্যে অর্থাৎ ১২ আগস্ট ভোররাতে ফুলবাড়ি বাজার সংলগ্ন এলাকা থেকে ওই কিশোরী সহ বিশ্বজিৎ রায় নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করে। ধৃত ব্যক্তি বিশ্বজিৎ এর বাড়ী মাটিগাড়ার বেদবস্তি এলাকায় বলে জানা যায়। পরবর্তীতে পুলিশ কিশোরীকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারে অভিযুক্ত বিশ্বজিৎ রায়কে তাকে ফুসলিয়ে নিয়ে অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে । এই মর্মে কিশোরীর পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় একটি অপহরণের মামলা করা হয়।

উত্তরবঙ্গে ১০০টি কামতাপুরি ভাষায় স্কুলের দাবি

জলপাইগুড়ি: কামতাপুরি ভাষায় পঠন পাঠনের জন্য উত্তরবঙ্গে ১০০ টি স্কুলের দাবি তুলল কামতাপুরি প্রোগ্রেসিভ পার্টি। ১০ আগস্ট জলপাইগুড়ি জেলাশাসকের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীকে কয়েক দফা দাবিদাবাও পেশ করেন কামতাপুর প্রোগ্রেসিভ পার্টি।

এদিন কামতাপুর প্রোগ্রেসিভ পার্টির সহ সভাপতি বুধারু রায় বলেন, আমরা চাই মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষনা মত আমাদের ১০০ টি কামতাপুরি ভাষায় পঠন পাঠন চালু করা হোক। আমাদের আরও দাবি সরকারের কাছে আমরা করছি যাতে খুব তাড়াতাড়ি কামতাপুরি ভাষার সাথে যুক্ত মানুষদেরকেই এই স্কুলে নিয়োগ করা হয়। এদিন জলপাইগুড়ি পুর্ত দপ্তরের সামনে থেকে মিছিল করে কামতাপুর প্রোগ্রেসিভ পার্টির সদস্য জেলাশাসকের দপ্তরে যান তাদের দাবিদাবা পেশ করতে।

চাকরি দেওয়ার নাম করে প্রাতারণা

মালদা: চাকরি দেওয়ার নামে শিক্ষিত বেকার ছেলে-মেয়েদের কাছ থেকে টাকা হাতানোর ফাঁদ পেতেছিল একটি বেসরকারি সংস্থা। রীতিমতো অফিস খুলে নেওয়া হচ্ছিল বিভিন্ন দপ্তরে সরকারি চাকরির ইন্টারভিউ। এমনই অভিযোগের বিষয়টি জানতে পেরে রীতিমত হতভম্ব হয়ে পড়ে পুলিশ। এরপরই নির্দিষ্ট কয়েকজন প্রতারিত হওয়া যুবক যুবতীদের অভিযোগের ভিত্তিতেই অভিযান চালায় পুলিশ। এই ঘটনায় পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

ঘটনাটি ঘটেছে হবিবপুর থানার বুলবুলচন্ডী এলাকায়। ১০ আগস্ট এই ঘটনা জানাজানি হতেই ওই এলাকায় ব্যাপক শোরগোল পড়ে যায়। একই দিনে মালদা শহরের ১ নম্বর গভমেন্ট কলোনি এলাকায় আরও একটি প্রতারণা চক্রের হদিশ পাই ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। সেখানেও চাকরি দেওয়ার নামে একটি প্রতারণা চক্রের সঙ্গে যুক্ত সাতজনকে পুলিশ আটক করেছে। আটক হওয়া প্রত্যেকেই মহিলা বলেই জানিয়েছে তদন্তকারী পুলিশ কর্তারা।

পুলিশ জানিয়েছে অভিযান চালানোর পর ওই দুটি এলাকার অফিস থেকে উদ্ধার করা হয়েছে কম্পিউটার ও বেশকিছু নথিপত্র। সেইসব খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিকরা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, চাকরি দেওয়ার নামে প্রতারণা চক্র চলছে। একাংশ শিক্ষিত যুবক যুবতীদের কাছ থেকে নেওয়া হচ্ছে মোটা টাকা। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে হবিবপুর থানার পুলিশ বুলবুলচন্ডী এলাকায় ওই অফিসের ওপর নজরদারি শুরু করে। মালদা জেলার চাঁচোল, হরিশ্চন্দ্রপুর , বামনগোলা থেকে যুবক-যুবতীরা আসতেন ওই অফিসে। গোপনে সেইসব যুবকদের কাছ থেকে তথ্য হাতায় পুলিশ। পুলিশ আধিকারিকেরা জানতে পারেন চাকরি দেওয়ার নামে লক্ষ লক্ষ টাকা নেওয়া হচ্ছে ওই অফিসে। সংস্থাটির বৈধতা নিয়ে বিভিন্ন দপ্তরে যোগাযোগ করেন পুলিশ আধিকারিকরা। ওই অফিসটি ভুয়ো , নিশ্চিত হওয়ার পরই অভিযান চালায় হবিবপুর থানার পুলিশ। অফিস থেকে গ্রেপ্তার করা হয় পাঁচ জনকে।

বেআইনি বন্দুক সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার কোচবিহারে

কোচবিহার: ৩টি বন্দুক ৬ টা ম্যাগাজিন ও ১৯ রাউন্ড গুলিসহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে কোচবিহার কোতোয়ালি থানার পুলিশ। ধৃত ব্যক্তির নাম সৌরভ রায় সিংহ। জানা গেছে ব্যক্তিটির বাড়ি কোচবিহার জেলা দিনহাটা মহকুমার ছোট শালবাড়ী এলাকায়।

কোচবিহার জেলা পুলিশ সুপার সুমিত কুমার সাংবাদিক বৈঠকে জানান, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কোচবিহার কোতোয়ালি থানার প্রতিদিন কোচবিহার থেকে ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। বিহারের বেগুসারাই থেকে এই অস্ত্র আনা হয়েছে বলে পুলিশের প্রাথমিক সূত্রে অনুমান। বিহার থেকে শিলিগুড়ি হয়ে কোচবিহারে ঢোকার পথে যুবককে গ্রেফতার করে কোচবিহার কোতোয়ালি থানার পুলিশ । তবে এই অস্ত্র কোথায় পাচার করা হচ্ছিলো তা এখনও প্রকাশ্যে আনেনি পুলিশ।

কোচবিহার জেলায় দীর্ঘদিন থেকেই বেআইনি অস্ত্রের আতুর ঘরে পরিনত হয়ে উঠেছে। নির্বাচন পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সময়ে প্রচুর বন্দুক গুলি বোমা উদ্ধার হয়েছে কোচবিহার থেকে। পুলিশ সুপার জানান বেআইনি অস্ত্র কারবার পাচারের বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযান লাগাতার চলবে।

৫০০ পরিবারের তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান

কোচবিহার: ১০ আগস্ট মঙ্গলবার কোচবিহার নাটাবারি বিধানসভা কেন্দ্রে গ্রাম পঞ্চায়েত বিজেপি এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দল থেকে ৫০০ পরিবার তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা তুলে নেন। তাদের হাতে পতাকা তুলে দেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা রাজ্য তৃণমূলের সহ-সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। নাটক বাড়িতে ২০২১ বিধানসভা নির্বাচনে পরাজয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছিল শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসকে। কিন্তু তারপরও মাটি কামড়ে পড়ে ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক তথা মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ।

রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন বিজেপির মোহভঙ্গ হচ্ছে জেলাজুড়ে। কিছুদিন আগে নাটাবাড়ি পার্শ্ববর্তী তুফানগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে একটি অঞ্চল সহ দশটি গ্রাম পঞ্চায়েত তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করে। আজ দেওচড়াই এলাকায় দীর্ঘদিন থেকে আবেদন করে থাকা বিজেপি কর্মীদের আমরা দলে যোগদান করালাম।

৫০০ পরিবারের প্রায় দুই হাজারের বেশি কর্মী সমর্থক এদিন বিজেপির মায়া ভঙ্গ করে তৃণমূলের পতাকা তুলে নেন। যোগদান করে রফিকুল রহমান, কুসুমা বিবি, সমরেশ বর্মন যা বলেন, বিজেপিকে ভোট দিয়েছিলাম কিন্তু বিধায়কের দেখা পাওয়া যায়নি। করণা আবহের কারণে আমাদের বেশির ভাগ মানুষের কর্ম নেই। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও বিধায়কের যোগাযোগ পাওয়া যায়নি। এলাকার বেশিরভাগ মানুষ পুনরায় ভিন রাজ্যে পাড়ি দিচ্ছে। ইমোতে পরিস্থিতিতে উন্নয়ন যদি হয় আমাদের পাশে যদি কেউ থাকে সেটা তৃণমূল কংগ্রেস। তাই আমরা পুনরায় তৃণমূল কংগ্রেসের ছত্রছায়ায় ফিরে এলাম।

Gb‡MR‡g›U mvi‡jb dvinvb AvLZvi

ewjD‡Wi Rbcªq dvinvb AvLZvi Ges Awf‡bÎx wkewb `v‡ÛKi i m¤ú‡Ki K_v K‡iviB ARvbv bq| eû mgq a‡i G‡K Ac‡i‡K †P‡bb| wZb eQ‡i i †ekK mgq a‡i P‡jQ †cg Ki‡Qb ewjD‡Wi GB nU RywU| m¤úK wb‡q Le GKUv j‡KvQvcv K‡ibwb Zviv| m¤úwZ Zv‡`i Gb‡MR‡g›U mvi v n‡q wM‡q‡Q|

dvin‡bi c_g we‡qi we‡"Q‡`i wKQ gvm ci i †_‡KB we‡"Q‡`i i KviY we‡"Q‡`i Kvib mt½| hv‡`i Zvi ci †_‡K †mvk¨vj wgwWqvq GKm‡½ Qwe †kqvi K‡ib cvgkB| †nqvi ÷ivBj÷ Aabv fevbx mvZ c‡iK eivw c‡oiQ‡jb dvinvb AvLZvi| Zv‡`i GKm‡½ `B mšvb I i‡q‡Q| Z‡e 17 eQi ci Zv‡`i †mB we‡q †f‡O hvq 2017 mv‡j| Avi Gi c‡iB eq‡m Zvi †_‡K 7 eQ‡ii †QvU MvqKv, Awf‡bÎx Z_v g¨vW‡j wkevbx `v‡ÛKi i mt½ m¤ú‡K Av‡mb dvinvb AvLZvi|

`w¶cK‡K wb‡q †mvk¨vj wgwWqvq PPv

†ek K‡qK w`b a‡i wX‡jXvjv †cvkv‡K †`Lv hv‡"Q ewjD‡Wi Wv¤új KBb `w¶cKv cvWz‡Kvb‡K| Z‡e wK Zvi gv n‡Z P‡j‡Qb? mÄq jxjv ebkvwj Avd‡mi eyB‡i `w¶cK‡K GK wX‡jXvjv †cvkv‡K †`Lv hvq Ges Zvi ciB Rîbv Z‡½ I‡V| Gi`b g¤vB‡qi ùz`Rv nvmcvZv‡j iYexi-`w¶cKv RvU‡K GKm‡½ †`Lv hvq| hv I Zvviv GB K_v A¯^xKvi K‡ib|

`w¶cKvi †cMbvwÝ PPv ïi" nq Zv‡`i Avd‡mi mvg‡b wX‡jXvjv †cvkv‡K †`Lvi ci †_‡K| PPvq †kvbv hvq, †ewe evú j‡Kvq iVLv Rb¨B bwK `w¶cKv Ggb †cvkv‡K c‡i‡Qb| Ges Zvi ciciB `w¶cKv-iYexi `Rb‡K GKm‡½ nvmcvZv‡j †_‡K †ei n‡Z †`Lv hvq| m‡e gvÎ kni‡"L L‡bi ÔcvVvbÕ Qwei ïUs †mi‡Qb, AvMvg‡Z Keii L‡b 83- †Z †`Lv hv‡e `w¶cK‡K|

UwjD‡Wi †_‡K †mvRv ewjD‡Wi c`vq

UwjDW †_‡K †mvRv ewjD‡W cwo w`‡jb eWvj cwiPvjK Awf‡bZv †KšK Ki| Zvui c_g wn›`x Qwei bvg ÔQcK‡jÕ| Qwei cvib Pwi‡Î Awfbq Ki‡Qb hkcvj kgv| jwMb, ivDW iv‡Vvi mn GKwaK Rbcªq ewjDW Qwe‡Z Awfbq K‡i‡Qb wZwb| Qwe‡Z A‡jvK PZ©e`xi fwgKvq †`Lv hv‡e Zv‡K| c‡iv Qwei k¨wUs n‡q‡Q cwð‡ge‡½i enigc‡ii| BZgta¨ Qwei k¨wUs †kl n‡q‡Q| Qwei c‡hvRK wg‡gv| wZwb ïa c‡hvRKB bb, msMxZ cwiPvjbvi `vwq‡Z¡ I i‡q‡Qb| ewsjvq KvR Ki‡Z wb‡RI D"QvmZ hkcvj| GQvov Qwe‡Z Avi I Awfbq Ki‡Qb †hvMk f‡gvR, ewsjv Qwe nvivjvj L¨vZ Zšôv wekvm mn Ab¨vb¨iv|

†PvU †c‡q‡Qb cKvk ivR

c‡o wM‡q †PvU †c‡q‡Qb Awf‡bZv cKvk ivR| AvPgKv c‡o wM‡q nvo fv½‡jb wZwb| †`‡n mvgvb¨ AvNvZI †c‡q‡Qb | wKš Le GKUv †PvU bv †c‡j I A‡¯¿vcPvi Ki‡Z n‡e Rwb‡q‡Qb| nvq`ivev‡` GKwU †emiKvwi nvmcvZv‡j wPwKrmv P‡j‡Q Zvui| 10 AvM÷ UBU‡i wb‡RB †mK_v wb‡RB Rwb‡q‡Qb Abyivm‡`i|

cKvk ivR Rwb‡q‡Qb, c‡o hvIqvi d‡j nv‡o mvgvb¨ †Po ai‡jI wPwKrmK‡`i civgk Abhvqx Ac‡ikb Ki‡Z n‡e| Zvi Rb¨ BZ‡a¨B nvq`ivev‡`i D‡Ï‡k wM‡q‡Qb| †mLv‡bKvi GK †emiKvwi nvmcvZv‡j Zvui wPwKrmK eÜ ¸i"fv‡iv Ç i ZËiea‡b A‡¯¿vcPvi n‡e| Z‡e GB Lei cKv‡k¨ Avmvi ci †_‡KB wPšZ cKvk i‡Ri Abyivmxiv| wZwb hv‡Z I `ª"Z mȳ¯’ n‡q D‡Vb, †mB Kvgbv Ki‡Q Zvi Rb¨ cv_bv Ki‡eb|Ó

D‡jL¨, cKvk iv‡Ri †kl beim wmwi‡Ri Bsu‡iRx gL¨ Pwi‡Î †`Lv wM‡q‡Qb| cvkvcvwk eZgv‡b ab‡ki Qwe Ô_ui"Pevjvgӯ-Gi K‡R e¨¯Í Awf‡bZv| GQvovI, cKvkvi cvBcj‡b GLb GK¸"Q wm‡bgv i‡q‡Q- ÔKvRGd: P¨vÞvi 2Õ, Ôc®úvÕ, ÔAvbv‡lÕ, ÔGibvgÕ, ÔmiKvi" fvix cvUÕ Ges gwYiZ‡gi Ôcbwqb †mj fvbÕ|

bZb Qwei nvZ a‡i c_gevi c`vq GKm‡½ wcqv¼v-K¨vUwibv-Avwjqv

GB c_gevi G‡K Ac‡ii mv‡_ RyU evaZ P‡j‡Qb ewjD‡Wi wZb Mvgvi Mvj- wcqv¼v †PvcovÕ †Rbvm, K¨vUwibv KvBd Ges Avwjqv fvU Qwe Ki‡Z P‡j‡Qb GKm‡½| GB Qwei cwiPvjbvi `vq cvq Kvo eQi ci cwiPvjK‡i Avm‡b em‡Qb dvinvb AvLZvi| Ôw`j PvnZv n¨vqÕ Qwe gv³i 20 eQi cY nIqvi w`bB eo †NvlYv Ki‡jb wZwb| m¨¯ †NvlYv nIqv GB Qwei bvg ÔRx †j RivÕ| Ôw`j PvnZv n¨vqÕ, ÔR‡›`wM bv wgjMv †`evivÕ Gi ci `kK‡i ü`q wRZ‡Z Avm‡Q ÔRx †j RivÕ| Ô†iW wUcÕ Gi I ci wfËi K‡iB ^Zwi n‡e GB Qwe| 2023 mv‡jB gv³ c‡e ÔR‡›`wM Rv †j Rv Ó|

cwiPvjK wn‡m‡eB M¨vgvi `bqvi wb‡Ri mdi ïi" K‡iwQ‡jb dvinvb| Zvui c_g Qwe ÔwQj Ôw`j PvnZv n¨vqÕ| 2001 mv‡j gv³ †c‡qwQj wZb eÜi Kvwnbx| h‡Z gL¨ fwgKvq wQ‡jb Avwgi Lvb, mBd Avj Lvb I A¶q Lvbv| cm½, MZKvjB dvin‡bi c‡hvRbv ms¯v G‡·j G›Uvi‡Ub‡g›U c_Pjvi `0 `kK cY n‡q‡Q| Z‡e Qwe †NvlYvi mt½ mt½B `kK‡i g‡a¨ Dbv¨bv Z½| Zv‡`i Avkv ÔRx †j RivÕ Ôw`j PvnZv n¨vqÕ Ges ÔR‡›`wM bv wgjMv †`evivÕ Gi mdj‡`¨i gvRB djK Qtq †dj‡e|

cbKv‡Ê †R‡jB _vK‡Qb ivR K›`ªv

cbvdj©-K‡Ê AvcvZZ †R‡jB _vK‡Z n‡e ivR K›`ªv‡K| e‡¤ nvB‡Kv‡U gvgjvi ïbvb¨ ¯MZ ivLvq AvMvgx 20 AvM÷ chš †R‡jB _vK‡Z n‡e ivR K›`ªv‡K|

cbvdj©-K‡Ê ivR K›`ªv I Avi I `k R‡bi wei"‡× GKwU PvRkU dvBj Kiv n‡e| g¤B cywjki GK AwaKvwiK Rwb‡q‡Qb, ivR K›`ªv hv` Rwgb bv cvq, Zvn‡j Zviv †MdZvi AvMvgx 60 w`‡bi g‡a¨ GKwU PvRkU †ck Ki‡Z n‡e| Avi hw` †m Rwgb †c‡q hvq, Zvn‡j PvRkU †ck Kivi c‡qvRb n‡e bv| MZ Gic¨ g‡mB 9 Rb Avfh³i wei"‡× PvRkU †ck Kiv n‡qwQj| Z‡e Gevi ivR K›`ªv I Zvui †Kv¤úvbxi AvBwU KZv ivqvb _‡c©i wei"‡× PvRkU dvBj Kiv n‡e|

cbvdj© ^Zwii Kv‡Ê MZ 19 RyjvB †MdZvi nIqvi ciB D"P Av`vj‡Z P¨v‡jÄ Rvbvq cwUkb dvBj K‡ib ivR| g¤B cywjki wei"‡× Zvui Awf‡hvM, GB †MdZvi Aˆea| hw` I Gi Av‡M †KvUi Zi‡d cv‡ëv Rvbv‡bv n‡q‡Q, gvwR÷‡U Av`vj‡Z Zi‡d ivR K›`ªv‡K cvjk †ndvR‡Z †`Iqv n‡e`‡k †Kvbl fj †bB| Gcm‡½ D‡jL¨, MZ 27 RyjvB g¤B‡qi Av`vj‡Zi Zi‡d ivR K›`ªv I Zvui mn‡hvMx ivqvb _c‡K 14 w`‡bi wePvi‡fvMxq †ndvR‡Z cvVvq Av`vjZ|

Dwbk eQi ci †di eo c`vq wd‡i‡Qb g›`wKbx

eû eQi ci Avevi i"‡cvwj c`vq wd‡i‡Z P‡j‡Qb 80Õi `k‡Ki Rbcªq bwqKv, g›`wKbx| 2002 mv‡j GKwU ewsjv Qwe‡Z †kl Awfbq K‡ib wZwb| Gici GLbI chš c`vq Avi †`Lv hvqwb Zv‡K| MZ Dwbk eQ‡ii Rb¨ GKwUevi I we‡bv`b †kvbl gva¨‡gB gL †`Lv hvqwb ivR Kv‡ci Qwei 80'i `k‡Ki GB bwqKv‡K| Ôivg †Zwi MÂv †gBjv ÕQwei GKwU Mv‡bi `„k¨ w`‡q wn›`¨ wmt‡bgvi BZnv‡m ÔAvBKwbKÕ n‡q †_‡K †M‡Qb wZwb| ivR Kvc‡ii cwiPvjZ IB Qwe‡Z GB DËi fviZxq KUv †P‡Li m`›ixi Awfb‡qi AKÚ Zwid K‡iwQj Qwe mgv‡jvPK‡`i `j| Gici n‡Z †Mvbv K‡qKwU Qwe‡ZB †`Lv †M‡Q Zv‡K|

Z‡e Gevi Avevi wd‡i‡Qb c`vq| we‡fb cwiPvjK-c‡hvRK‡`i m‡½ e‡m AvZ‡jvPbv-ïevKI mvi‡Qb| †ek wKQ wn›`¨ wmwiq‡ji c¯Íve Zvui K‡Q †M‡j †mme ÔAdviÕ cÎcvV wdwiq w`‡q‡Qb GB eLqvb Awf‡bÎx| g›`wKbxi B"Q eoc‡`©ZB KvgevK Ki‡Z Pvb wZwb| m‡½ PvU‡Z KvR Ki‡Z Pvb I‡qe wmwi‡R|

GK bZb †LZve ARb Ki‡jb DIm

Awfbq RM‡Zi R‡bvcq Awf‡bÎx Z‡e Pj^P‡Î RM‡Zi `kKe›` Z‡K LjbwKqv e‡jB †P‡bb| Zvi Awfbq mvov †d‡j‡Q eviseiv| K_v n‡"Q †Uwj `kK‡`i ÔP¶kj Ó Kwgwbi avwewn‡Ki Rbcªq ÔRb AvMÕ I‡d DImx PµeZx| Awf‡bÎx DImx PµeZxi gK‡U bqv cvjK| hv`ecit wekie`¨vjq †_‡K m¤úvbZ wcGBPwW WwM jvf K‡i‡Qb Awf‡bÎx| Awf‡bÎx wb‡RB †mvk¨vj wgwWqvq †cv÷ Ki Rbv‡jb †mK_v| AZtci wZwb GLb ïa GKRb Awf‡bÎx bb, cvkvcvwk W±iU| mgvRK gva¨‡gi †cv‡÷ Awf‡bÎx Rwb‡q‡Qb, GKRb Awf‡bÎx W±ivj n‡q DV‡jb| Ae‡k‡l wb W±ivj wWM †c‡jb wZwb| evgcšx †bZv k¨vgj PµeZxi †g‡q DImx| KvKZvjxq f‡e evevi gZ¨ev IK‡ZB wZwb GB W±ivj wWM †c‡q‡Qb| GK eQi Av‡M 6 AvM÷ K‡ivbv Avµvš n‡q gZ¨ n‡qwQj †bZv k¨vgj PµeZxi|

coqv ElmI PµeZx| †m›U †Rvfqvm K‡jR †_‡K øvZK cvk K‡i‡Qb A_bwZ‡Z| Avevi KjKvZv wekwe`¨vjq †_‡K øvZ‡KvËi| cvkvcvwk mgvb Zv‡j Awfbq I Pvj‡q wM‡q‡Qb| Z‡e cov‡kvbv _vgvbwb| B‡"Q wQj wcGBPwW Kivi| †mUvI ciY nj| Z‡e Awf‡bÎxi GKUvB Av‡ÿvm th, GB w`bUv Zvui evev eugcšx Rgbvi WvKmvB‡U †bZv Z_v cv³b gš¿x k¨vgj PµeZx †`L‡Z cv‡jb bv| KviY, evevi Zvi‡bZB ZvoNvo M‡elYv cÎ Rgv w`‡Z †M‡Qb| wKš Rwe‡bi Ggb mdj‡Zi w`‡b †mB gvbl IUB †bB| ZvB evevi AbcwiZ AvR GKeQi ci K‡i K‡i Lv‡"Q ElmxK|

nwb wms‡ni wei"‡× Mvn¯¨ wnsmvi Awf‡hvM

ewjD‡Wi Rbcªq m½xZwkíx I Awf‡bZv nwb wms‡ni wei"‡× Mvn¯¨ wnsmvi Awf‡hvM K‡i‡Qb Zvui ¯¿x kvwjbx Zjqvi | 3 AvM÷ w`j¨ji wZm nvRvi Av`vj‡Z †mB Awf‡hvMi wfË‡Z gvgj `v‡qi n‡q‡Q nwb wms‡ni wei"‡×|

kvwjbxi Awf‡hvM K‡ib, wZwb bwK nwb wms‡ni eve-gv Ges †ev‡bi K‡Q kvixwiK I gvbwmK wbhZ‡bi wkKvi n‡q‡Qb| weeuvnZ Ae¯vq nwb wms GKwaK gwnjvi m‡½ m¤ú‡K R‡o‡Qb| †mB †cÖ¶‡ZB nwb wms Rvbvb, ÔmeUvB wg‡_¨| Kvo eQi GKm‡½ _vKvi cil Avgvi

Avg LeB e¨_Z|Ó

†mvk¨vj wgwWqvq GK wee„Z Rvwi K‡i nwb wms Rwb‡q‡Qb, Zvui ¯¿x ¯¿ wb‡q ¸Re, Mvb wb‡q mgv‡jvPbv, GQvovI wgwWqvq †hme †bwZevPK Kfv‡iR n‡q‡Q, Zv wb‡q wZwb KLbI gL †Lv‡jbwb| Z‡e Gevi †m Zvui gv-evev, †ev‡bi Rb¨ gL Lj‡Z eva¨ n‡q‡Qb | Zv‡`i wei"‡× Ggb Awf‡hvM LeB AcgvbRbK| wZwb Avi I Rvbvb, †`‡ki AvBb e¨e¯vi I ci Zvui wekvm A‡Q| Zvi K_vq, ÔAv`vj‡Zi Dci Avgvi cY Av¯v A‡Q| Avg wbðZ, m‡Z¨i Rq n‡e Ges Avg mwePvi cve|Ó

¯¿x Avgvi Ges Avgvi cwie‡ii wei"‡× †h Awf‡hvM ¸wj Z‡j‡Qb| Zv LeB N„Y¨| Ges †MvUv NUbvq

bZb Rxe‡b cv w`‡Z P‡j‡Qb Zvcmx

Z‡e wK A‡iv GK we‡qi mvbvB eiR‡Z P‡j‡Q ewjD‡W? Zv‡`i †cg ce cwiYZ †c‡Z P‡j‡Q msmvi K Rxe‡b| Gevi PjwZ eQ‡iB MvUQov eva‡Z P‡j‡Qb ÔcvÏ¼vÕ Gi bwqKv| †Wbgv‡K©i cv³b e¨vWwg›Ub †L‡jvqvo g¨v_qm †ev Ges Zvcmx cbi m¤ú‡K A‡bK‡KiB ARvbv bq| g¨v_qm †ev eZgv‡b GKRb

bwg †KvP| Zvcmx Zv‡`i e¨³MZ wel‡q K Le †ekk jvBgjvB‡U bv Avb‡jI cvqkB Bb÷vMv‡gi †`Iqvj GB RyU G‡K Ac‡ii m‡½ KvUv‡bv wb‡R‡`i bvbvb gn‡Zi Qwe †cv÷ K‡i _v‡Kb| PjwZ eQ‡iB we‡q ce †m‡i †dj‡eb Zvcmx|

G‡¶‡Î Zvcmxi †evb k¸b cvb Rwb‡q‡Qb BZgta¨B wZwb Zvui w`w`i we‡qi Abô‡bi m¤ne¨ RvqMv wbe©vPb †Kv‡i †dj‡Qb| Zvi w`K †_‡K †Rvi K‡i `kK‡`i P°‡i †ek K‡qKwU RvqMvi NÏ‡d‡i †¨‡L G¤‡Qb wZwb| k¸b Avi I Rwb‡q‡Qb th Zv‡`i w`K †_‡K †gvUvgywU Zvui c¯ZI Gevi ¯qs ÔK‡bÕ gL d‡U ej‡jB ewK KvR Kiv n‡e| ¯fweKf‡eB GB Lei cKv‡k¨ Avm‡ZB b‡oP‡o e‡m‡Q Ôn‡bwbv w`j"e‡Õ bwqKvi AbivMxiv|

দ্বাদশ শ্রেণিতে ভরতির সময়সীমা বাড়ল

কলকাতাঃ দ্বাদশ শ্রেণির ভরতির সময়সীমা আরও বাড়িয়ে বাড়িয়ে ২০ আগস্ট করা হল। আগে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত এই সময়সীমা ছিল। এবার সেই সময়সীমা উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের তরফে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে এই কথা জানানো হয়েছে।

জুন মাসে শিক্ষা সংসদ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছিল, ১৫ অগস্টের মধ্যে একাদশ থেকে দ্বাদশ শ্রেণিতে ওঠার ভরতি প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে। কিন্তু অনেক স্কুলের ক্ষেত্রেই এখনো ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ হয়নি। সম্প্রতি উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের তরফে জানানো হয়, আগামী ২০ অগস্টের মধ্যে ভরতি প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে। সংসদের তরফে বলা হয়েছে উচ্চ মাধ্যমিকে ফলাফলে রিভিউয়ের জন্য ব্যস্ততা থাকায় স্কুলগুলির পক্ষে দ্বাদশে ভরতি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। সেই কারণেই সময়সীমা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

নাগরাকাটার লাল ঝামেলায় আতঙ্ক কালাজ্বর নিয়ে

নাগরাকাটাঃ জলপাইগুড়ি জেলার নাগরাকাটা ব্লকের লাল ঝামেলা বস্তিতে ফের পাওয়া গেল বেলেমাছির অস্তিত্ব। গত বছর এই এই অঞ্চলে কালাজ্বরের বাহক মাছির সন্ধান পান পতঙ্গবিদ রাহুল সরকার। মাছির সূত্র ধরে কালাজ্বরে আক্রান্ত রোগীরও সন্ধান পাওয়া যায়। বর্তমানে তিনি সুস্থ হয়ে উঠলেও চিন্তা বাড়ছে নতুন করে মাছির সন্ধান পাওয়ায়। মাছির সন্ধান যখন পাওয়া গিয়েছে, তখন আক্রান্তের সন্ধানও পাওয়া যেতে পারে এলাকায়। তাই কোনো আক্রান্ত ব্যক্তিকে খুঁজতে একাধিক কর্মসূচি নিতে চলেছে জেলা স্বাস্থ্য দফতর।

জানা গেছে, গত বছর করোনার মধ্যেই ম্যালেরিয়ার বাহক 'অ্যানোফিলিস' মশার উপর সমীক্ষা চালাতে গিয়ে নাগরাকাটার লাল ঝামেলা বস্তিতে বেলেমাছি বা 'স্যান্ডফ্লাই'-এর অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছিলেন পতঙ্গবিদ রাহুল সরকার। তখন প্রায় কয়েক দশক পর বেলেমাছির সন্ধান মেলায় কালাজ্বর নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয় এই অঞ্চলে। সমীক্ষা চালাতে গিয়ে মার্চ মাসে উষা বিশ্বকর্মা নামে এক রোগীর সন্ধান মেলে। তবে সময় মতো চিকিৎসা পেয়ে দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠেন তিনি।

জাল নোট সমেত ধৃত ক্লাস সেভেনের ছাত্র

কালিয়াচকঃ কালিয়াচকে একটি স্কুলের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র কে জাল নোটের কারবারি সন্দেহে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ১ আগস্ট রাতে কালিয়াচকের শাহবাজপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে উদ্ধার করেছে প্রায় সাড়ে চার লক্ষ টাকার জাল নোট। পুলিশ মনে করছে, টাকার লোভ দেখিয়েই ওই পড়ুয়াকে ফাঁদে ফেলেছিল পাচারকারীরা। পুলিশ তাদের ধরার চেষ্টা চালাচ্ছে।

এদিন রাতে কালিয়াচক থানার গোলাপগঞ্জ ফাঁড়ির পুলিশ অভিযান চালায়। শাহবাজপুরের ওই ছাত্রের থেকে মিলেছে ৪০০টি ৫০০ টাকার জাল নোট এবং ১২০টি দু'হাজার টাকার জাল নোট। ধৃত ওই ছাত্রের বাড়ি মালদহের কালিয়াচকের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন সাধারিটোলায় বাড়ি। ধৃতের বাবা পেশায় দিনমজুর। ছেলের এই কাণ্ডে হতাশ তিনি।

কলকাতার পথে নামল সিএনজি চালিত বাস

কলকাতাঃ ভারতে জ্বলানি তেলের দাম যখন উর্ধ্বমুখী তখন সিএনজি চালিত বেসরকারি উদ্যোগে শহর কলকাতার পথে নামল সিএনজিচালিত বাস। বর্তমান পেট্রোল-ডিজেলের উর্ধমুখী মূল্য বৃদ্ধির বাজারে এই উদ্যোগ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। শুধু মূল্য বৃদ্ধিই নয় এই ধরনের বাস চালালে দূষণ নিয়ন্ত্রণে যথেষ্ট সাহায্য করবে বলে মনে করছেন সবাই।

বাসটির উদ্বোধন করেন রাজ্যের পরিবহনমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। কলকাতায় প্রথম সিএনজি বাস চালান তিনি। পরিবহনমন্ত্রী জানিয়েছেন, এখন সিএনজি বাসের ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, যাতে কলকাতায় পরিবেশ দূষণ কম হয়।

সরকারি সূত্র মতে জানা যায়, সিএনজিচালিত বাস সফলভাবে চললে আগামীদিনে এই ধরনের আরও বেশি বাস রাস্তায় নামবে এবং কলকাতার বহু বাস রুটে সিএনজি পাম্প স্টেশন তৈরি হবে। ইতোমধ্যে হাওড়া ও কলকাতার সল্টলেক, নীলগঞ্জ, ঠাকুরপুকুর, বেলঘরিয়া, সাঁতরাগাছি ও করুণাময়ীতে সিএনজি ফিলিং স্টেশন তৈরি করা হবে। দেশে যেভাবে পেট্রোল, ডিজেলের দাম দিনের পর দিন বাড়ছে, তাতে সিএনজি বাস পরিসেবা চালু হলে সুবিধাই হবে বেসরকারি বাস মালিক এবং নিত্যযাত্রীদের মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

রাজ্যে আরও দুটি পুরসভা তৈরি হচ্ছে, ময়নাগুড়ি ও ফালাকাটা

শিলিগুড়িঃ রাজ্যে এখনও পুরসভা নির্বাচন বাকি। কবে হবে তা নিয়ে এখনও কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানানো হয়নি। তবে ডিসেম্বরে পুরভোট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তারই মধ্যে রাজ্যে আরও দুটি নতুন পুরসভা ঘোষণা করা হলো। উত্তরের দুই জেলায় এই নতুন পুরসভা গঠনের বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে। তাই শুরু হয়ে গিয়েছে সীমানা পুনর্বিন্যাসের কাজ।

নবান্নের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, উত্তরের ময়নাগুড়ি এবং ফালাকাটায় দুটি পুরসভা তৈরি হচ্ছে। এখানের আরও উন্নময়নের জন্যই তা করা হচ্ছে বলে খবর। ইতিমধ্যেই ১১২টি পুরসভায় ভোট বাকি রয়েছে। নতুন দুটি পুরসভা হলে সংখ্যাটা গিয়ে দাঁড়াবে ১১৪টিতে। তবে রাজ্য নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, ২০২২ এর আগে নতুন এই দুই পুরসভার ভোট করা যাবে না। ৪ বিধানসভা কেন্দ্র উপ-নির্বাচনের শেষ হলে ডিসেম্বরে রাজ্যে পুরভোট। আগামী অক্টোবরে রাজ্যের ৪ কেন্দ্রে উপনির্বাচন তবে ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময় হতে পারে পুরভোট এমনটাই প্রশাসন সূত্রে খবর।

তবে নির্বাচনের আগে দুটি পুরসভা ঘোষণা করে দেওয়ার পিছনে রাজনীতি দেখছেন বিরোধীরা। বিশেষ করে উত্তরবঙ্গে বিজেপির একচেটিয়া আধিপত্য খর্ব করতে তৃণমূলকে সামনে আনতে এটাকে মাস্টারস্ট্রোক বলে মনে করছে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। তবে কতটা কাজ হবে, সেটাই দেখার অপেক্ষায়।

প্রথম পাতার পর

দলের কারও কোনওরকম মতামত নেওয়ার প্রয়োজনই নাকি তিনি বোধ মনে করেন না। দলের অন্দরে অনেকেই তাঁর প্রচণ্ড দুব্যবহার নিয়ে সমালোচনা করেন। কিন্তু গৌতমবাবু এসবের কোনও গা করেন না। তৃণমূল কংগ্রেসের ২৩ বছর বয়স হলেও দার্জিলিং জেলায় দল আজও সাবালক হয়নি বলে আক্ষেপ করে আসছে তৃণমূল। পরবর্তী নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে পিকের টিম নাকি এসেছিল জেলায় নেতা নির্বাচন করতে। পরিচিত, স্বচ্ছ ভাবমূর্তির কাউকে নাকি খুঁজে পায়নি পিকের টিম। দলীয় সূত্র বলছে, আবার ঘুরেফিরে নাকি দলের জেলা সভাপতি করা হবে গৌতমবাবুকেই। আগামী নির্বাচনগুলিতে আবার গৌতমবাবুর ওপরই ভরসা রাখতে চাইছেন দিদি। দলের নেতারা সেই খবর নাকি পেয়ে গিয়েছেন। চরম হতাশ আদি নেতারা তাই বলছেন, এতসবের পরেও আবার গৌতম দেবকেই দায়িত্ব? দলের যা অবস্থা তাতে খোলনলচে না বদলালে এখানে তো কিছুই হবে না। জনগণ সাথে না থাকলে, জনগণের মন বা পেলে জয় তো অনেক দূরে! জেলায় দলটাই শেষ না হয়ে যায়।

আলিপুরদুয়ারের হাসিমারায় এল তিনটি রাফাল

আলিপুরদুয়ারঃ হাসিমারা বায়ুসেনা ঘাঁটিতে এল তিনটি রাফাল যুদ্ধবিমান। এই তিনটি যুদ্ধবিমানকে ভারতীয় বায়ুসেনার ১০১ স্কোয়াড্রোনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ফ্রান্সের থেকে মোট ৩৬টি রাফাল যুদ্ধ বিমান পাওয়ার কথা ভারতের।এখনও পর্যন্ত মোট ২৬টি রাফাল ভারতে এসে পৌঁছেছে।

বায়ুসেনা প্রধান আর কে এস ভাদৌরিয়ার উপস্থিতিতে তিনটি যুদ্ধবিমানকে হাসিমারায় স্বাগত জানানো হয়। চিনের সঙ্গে সীমান্তে উত্তেজনার পর থেকে হাসিমারা বিমানঘাঁটির গুরুত্ব আরও বেড়েছে। ভারতের উত্তর-পূর্ব প্রান্তের সুরক্ষা মজবুত করতেই হাসিমারায় রাফাল নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারত সরকার মনে করা হচ্ছে।

দেশের সেরা হাসপাতাল এমআর বাঙুর

কলকাতাঃ দেশের সেরা জেলা হাসপাতালের স্বীকৃতি পেল এমআর বাঙ্গুর। গোটা দেশের জেলা হাসপাতালগুলির কাজকর্ম নিয়ে একটি সমীক্ষা করেছিল নীতি আয়োগ। কেন্দ্রীয় নীতি আয়োগ ২০১৮-১৯ সালের মূল্যায়নের ভিত্তিতে বাঙুর হাসপাতালকে সেরা ঘোষণা করেছে বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য ভবন। নীতি আয়োগর মূল্যায়নে মাথায় রাখা হয়েছে হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা, অসুস্থের সেবা ও পরিষেবার মান। আইসিইউ শয্যা, অস্ত্রোপচার ও অন্যান্য চিকিৎসার বিষয়গুলি।

নীতি আয়োগের তরফে এসব উল্লেখ করে বাঙ্গুর হাসপাতালের ভূয়সী প্রশংসা করে চিঠি পাঠানো হয়েছে রাজ্য স্বাস্থ্যদপ্তরে। কেন্দ্রের এই স্বীকৃতিতেই স্পষ্ট, রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা যথেষ্ট উন্নত। হাসপাতাল সুপার শিশির নস্কর জানান, 'অসম্ভব আনন্দের খবর। হাসপাতালের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে। স্বাস্থ্য ভবন থেকে স্বাস্থ্য সচিব, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের ডিরেক্টর ও ডিরেক্টর অব হেলথ সার্ভিস, সকলে ফোন করে অভিনন্দন জানিয়েছেন।'

রাজ্যে পাঁচ কেন্দ্রে উপনির্বাচনের সম্ভাবনা সেপ্টেম্বরেই

কলকাতাঃ সেপ্টেম্বরের শেষেই রাজ্যে উপনির্বাচনের সম্ভাবনা রয়েছে। ইতি মধ্যে শুরু হয়ে গেছে কমিশনের তরফে উপনির্বাচনের প্রস্তুতি। মোট পাঁচটি কেন্দ্রে উপনির্বাচন ও ২টি কেন্দ্রে নতুন করে নির্বাচন হওয়ার কথা রয়েছে। কিছুদিন আগেই রাজ্যের পরিষদীয় মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়, রাজ্যের মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, জাভেদ আহমেদ খান ও শশী পাঁজা নির্বাচন কমিশনের অফিসে গিয়ে দ্রুত নির্বাচনের দাবি জানিয়ে এসেছিলেন।

১৫ জুলাই দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনার সুশীল চন্দ্রের সঙ্গে দেখা করে নির্বাচন ও উপনির্বাচন করানোর দাবি জানিয়েছিল তৃণমূলের ৬ জন সাংসদ। এই ৭টি কেন্দ্রের মধ্যে ভবানীপুর কেন্দ্রটিও রয়েছে, এখান থেকে উপনির্বাচনে ভোটে দাঁড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। নির্বাচনে নন্দীগ্রামে তিনি শুভেন্দু অধিকারীর কাছে হেরে যান। ফলে তৃণমূল তাকে মুখ্যমন্ত্রী হয়ে থাকার জন্য জিতে আসতে হবে।

৫৬ বছর পর চালু হল হলদিবাড়ি-চিলাহাটি রেলপথ

হলদিবাড়িঃ ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে আবার হলদিবাড়ি-চিলাহাটি রুটে চালু হয়ে গেল মালবাহী রেল চলাচল। ১৯৬৫ সালে শেষ এই পথ দিয়ে রেল চলাচল করেছিল। প্রায় ৫৬ বছর পর ১ আগস্ট থেকে চালু হয়েছে এই পণ্যবাহী রেল চলাচল। কোচবিহার জেলার হলদিবাড়ি থেকে বাংলাদেশের চিলাহাটি পর্যন্ত ওই রেলপথ বিস্তৃত প্রায় সাড়ে সাত কিলোমিটার।

বাংলাদেশের পার্বতীপুর পর্যন্ত যাবে এই পণ্যবাহী রেল। ১ আগস্ট হলদিবাড়ি স্টেশন থেকে পাথরবোঝাই ৪০টি বগি বাংলাদেশের উদ্দেশে রওনা দেয়। দুই দেশের মধ্যে রেল যোগাযোগ শুরু হওয়ায় খুশি দুই দেশের বাসিন্দারাই। সেদিন ট্রেনটি দেখতে রেললাইনের দু'ধারেই অপেক্ষা করছিলেন সাধারণ মানুষ। গত বছর ১৭ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভার্চুয়াল মাধ্যমে এই রেল পথের উদ্বোধন করেছিলেন। এই রেলপথে মালবাহী রেল শুরু হওয়ায় দুই দেশের মধ্যে ব্যবসা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক যোগাযোগের বৃদ্ধি হবে আশা করা হচ্ছে।

পুলিশি নিরাপত্তায় ফেরাতে হবে, নির্দেশ আদালতের

কলকাতাঃ ভোট পরবর্তী হিংসা ইস্যুতে এবার হাইকোর্টে জোর ধাক্কা খেল রাজ্য প্রশাসন। ঘরছাড়া পরিবারগুলিকে ঘরে ফেরানোর জন্য পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছে আদালত। তবে শুধু নিরাপত্তা দিয়ে ঘরে ফেরানোই নয়, আগামী ৪৫ দিনের মধ্যে গোটা ঘটনার বিস্তারিত রিপোর্ট আদালতে জমা দিতে বলা হয়েছে।

এদিকে গোটা রাজ্যেই এবার বিজেপির ফল খারাপ হওয়ার পরে গেরুয়া শিবিরের উপর একের পর এক হামলার অভিযোগ ওঠে। তবে আদালতে এই মামলার শুনানিতে বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা পুলিশকে নির্দেশ দেন, এখনই নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে ওই পরিবারগুলিকে ঘরে ফেরাতে হবে। তবে তাৎপর্যপূর্ণ বাসিন্দারা আদালতে নালিশ করার পরেই তৃণমূল বিধায়ক গিয়াসুদ্দিন মোল্লা পালটা অভিযোগ করেছিলেন। ওই ব্যক্তিদের বাড়ি থেকে অস্ত্র উদ্ধার হয়েছিল বলে অভিযোগ তুলেছিলেন তিনি। তবে মামলার পরিপ্রেক্ষিতে বিচারপতি জানিয়েছেন পুলিশি নিরাপত্তা দিয়ে তাঁদের বাড়ি ফেরাতে হবে। এক মাস পুলিশ পিকেট বসিয়ে রাখতে হবে।

হোয়াটসঅ্যাপে পাওয়া যাবে টিকাকরণের সার্টিফিকেট

নিউ দিল্লিঃ এখন থেকে হোয়াটসঅ্যাপেই পেয়ে যাবেন কোভিড টিকাকরণের সার্টিফিকেট। এমনটাই জানিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক। বর্তমান পরিস্থিতিতে এই ঘোষণা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে যাতায়তের জন্য টিকাকরণের শংসাপত্র থাকাকে জরুরি বলে ধার্থ করেছে বেশিরভাগ রাজ্যই। নাহলে অনেক ক্ষেত্রে রাজ্যের সিমানায় প্রবেশের অনুমতি মিলছে না। এই অবস্থায় হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে কোউইন অ্যাকসিনেশন পোর্টাল থেকে সার্টিফিকেট সহজেই মিলে যাওয়া যথেষ্টই সুবিধাজনক হতে পারে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্যের অফিসের তরফে জানানো হয়েছে যে, টিকাকরণের পর যিনি সার্টিফিকেট ডাউনলোড করতে একটি নির্দিষ্ট নম্বরে হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠালেই, কিছুক্ষণের মধ্যে শংসাপত্র পাওয়া যাবে। ভ্যাকসিনেশন সার্টিফিকেট পেতে তিনি সহজ ধাপ অনুসরণ করতে হবে। +৯১৯০১৩১৫১৫১৫ নম্বরটি ফোনে সেভ করতে হবে। হোয়াটসঅ্যাপে 'কোভিড সার্টিফিকেট' টাইপ করে এই নম্বরে পাঠাতে হবে। মোবাইল নাম্বারে একটা ওটিপি আসবে, সেটি সেখানে দিতে হবে। এর পর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে পেয়ে যাবেন ভ্যাক্সিন সার্টিফিকেট। স্বাস্থ্য মন্ত্রকেরমনে করছে এর ফলে দেশবাসীদের অনেকটাই সুবিধা হবে।

†UwKI Awjw¤úK¨ †mvbv wR‡Z BwZnvm wjL‡jb bxiR

fviZxq n‡q 2020-Gi †UwKI Awjw¤úK¨ c_g †mvbv Rq Ki‡jb fvi‡Zi bxiR †PvcovI 7 AvM÷ kwbevi Rv‡fwjb c_g Awjw¤úK¨ · B R¨vfwj‡b †mvbv wQbw‡q wb‡jb 23 eQi eqmx bxiR| GK Ave¯'ivq Avgvi Awjw¤úK¨ · ïi"Ux‡q †mvbv cvb| c¨vZ‡hwMZvi ïi" †_‡KB ``vš Q‡›` wQ‡jb bxiR| c_g c‡Pόq 87.03 wgUvi Q‡o evwK‡`i †_‡K A‡bKUvB GwM‡q hvb| wØZxq c‡Pόq Avi I GwM‡q †Q‡ob 87.58 wgUvi| dvBbv‡ji ïi"‡ZB c_g iv DûÛ bxiR Q‡o cvb K‡iwQ‡jb 87.03 wgUvi, wØZxevi wb‡R‡K Qvwc‡q Q‡ob 87.58 wgUvi| ZZxq †Pόq gvÎ 76.79 wgUvi‡B Q‡oZ cv‡ib wZwb Ges PZ_‡ei dvDj K‡i e‡mb| Z‡e dvBbv‡j 87.58 wgUvi Q‡o †mvbvi c`K `Lj K‡ib bxiRB| dvBbv‡j Zvi nvZ †_‡K R¨vfwjb †ei‡bv gvÎB wcQ‡bi M¨vjvwii w`‡K ZvwK‡q `ÓnvZ Z‡j Djvm Ki‡Z _v‡Kb bxiR| R¨vfwjb †Qvovi coB wZwb A"Z fv‡e wbðZ wQ‡jb †h wZwbB †mvbv cv‡eb|

wb‡Ri ¯Y c`K R‡qi ci fvi‡Zi bxiR †PvcovI Rvbv‡q‡Qb, ÒAvwg Avgvi GB †g‡Wj DrmM Ki‡Z PvB cqvZ I wKse`š cv³b fviZxq A¨v_jU wgjLv wmsK| B‡"Q wQj †g‡Wj wb‡qB Zvu m‡½ †`Lv Ki‡Z hvIqvi| wKš‘ †mUv nqwbÓ|

†mvbv †RZvi c‡iB bxiR‡K †mvkv¨j wgwWqvZ Awfb›`b Rvbv‡q‡Qb †`‡ki iv‡óªcwZ ivgbv_ †Kvwe›`, cavbgš¿x bti›`ª †gv`x, gL¨gš¿x ggZv e‡›`¨vcva¨vq, †K›`ªxq µxovgš¿x AbyivM VvKzi mn Avi I A‡bK|

AvBwcGj-Gi wØZxq c‡e BDGB †cŠQv‡Z gwiqv wUg¸wj

19 †m‡Þ¤^i †_‡K Avevi ïi" n‡Z P‡j‡Q AvBwcGj-Gi wØZxq ce| K‡ivbvi Kvi‡Y gvSc‡_B eÜ Ki‡Z n‡qwQj AvBwcGj-2021| Gevi Ubv‡g›Ui ïi" nIqvi A‡bK Av‡M †_‡KB d¨vÂvBwR¸‡jv ZvB c¯'Z ïi" K‡i w`‡Z gwiqv| d¨vÂvBwRiv PvB‡Qb AvM‡÷i gvSvgvwS mgq³ Avie Avgiv‡Z †cŠQv‡Z|

RjvB, AM‡÷ †k R‡o cej elv P‡j| ZvB GLv‡b h_vh_ c¯'Z †bIqv m¤£e nq DV‡e bv g‡b Ki‡QAvBwcGj-Gi wUg¸wj| 15 AM‡÷i g‡a¨ msh³ Avie Avgiv‡Z †cŠQ‡Z th‡Z cvi‡j †Kvqv‡i›UvB‡bi wbqg KwVvq AM‡÷i †kl w`K †_‡K Abkxjb ïi" Kiv m¤£e| wewmmAvB-Gi m‡½ GB wb‡q K_veZv ej‡Q d¨vÂvBwR¸wj| GQvivI AvM÷ gv‡mi c_g w`b †_‡K ïi" n‡"Q `ewB G·‡cv| hvi d‡j †m‡`‡k †nv‡Uj fvov A‡bKUvB †e‡o †M‡Q| ci‡bv `vg Avi †nv‡Uj wgj‡Q bv|

†nv‡Uj mgm¨v Qvovl wUg¸wj †mLv‡bKvi †Kvqv‡i›UvB‡bi wbqg wb‡q wPšvq i‡q‡Q| msh³ Avie Awgiv‡Zi †Kvqv‡i›UvB‡bi wbqg me RvqMvq GK nq bv| `ewB‡qi wbqg Avi Aveavwei wbqg Avjv`v| ZvB GB me RU¸wj KvUv‡bvi Rb¨ AvM†_‡KB msh³ Avie Avgiv‡Z †cŠQ‡Z th‡Z PvB‡Q AvBwcGj‡i meKqwU `j|

weK‡bZv‡`i AwR ivk` Lvbi

ÒAvdMvb‡`i nZ¨vi AvdMvwb¯vb‡K aŸsm Kiv eÜ Ki"b,Ó weK‡bZv‡`i D‡Ï‡k¨ KvZi AwR ivk` Lv‡bi| AvdMvwb¯v‡bi AvaKvsk GjvKvB AvcvZZ Zv‡jevb‡`i Kâvq| AvdMvwb¯vb †_‡K gwKb †mbv m‡i hvIqvi ci †_‡KB I‡`k †di ïi" n‡q‡Q Zv‡jevb‡`i ZvÊe| cvZ`b NUQvo n‡"Q, cvY nvi‡"Qb eû gvbl| †`‡ki cZš GjvKv †_‡K j¶ j¶ AvdMvb Kve‡ji w`‡K iIbv n‡q‡Q Avkªq †Lv‡R|

Ggb Ae¯'q †mLvbKvi ZviKv wµ‡KUvi ivk` Lvb AvdMvwb¯vb‡K eweÐbvi Av‡e`b Rvbv‡jb weK‡bZv‡`i K‡Q| wZwb UBU K‡ib, Òcq wek †bZviv, Avgvi †`k cвiv wekLjvi g‡a¨ i‡q‡Q| wkï, gwnjv mn nvRvi nvRvi wbixn gvbl cvZ`b kn¯' nq hv"Q| nvRvi nvRvi gvbl ev_¯'Z| `qv K‡i Avgv‡`i †Q‡o P‡j hv‡eb bv| AvdMvb‡`i nZ¨vjxjv, AvdMvwb¯vb‡K aŸsm Kiv eÜ Ki"b| Avgiv kvš PvB|Ó

kwKe I †÷dwb RjvB gv‡mi †miv wµ‡KUvi

†Q‡j‡`i wefv‡M AvBwmwm-i RjvB gv‡mi †miv wµ‡KUvi wbevPZ n‡jb kwKe| kwK‡ei m‡½ †`šo kwgj wQ‡jb I‡q÷ BwÛ‡Ri †n‡Wb Iqvjk Rybqi Ges A‡÷ªwjqvi wgPj gvk| wb‡Ri cvidigv‡Yi ewK‡`i Uc‡K GB ci¯vi wb‡Ri b‡g K‡i‡Qb kwKe| †g‡q‡`i wefv‡M RjvB‡qi †miv wµ‡KUvi wbevPZ n‡jb I‡q÷ BwÛ‡Ri K¨v‡Þb †÷dwb †Ujix|

wRm¤^v‡eqi wei"‡× GKgvÎ †U‡÷ I Iqvb‡W wmwi‡R †miv cvidgvYŸ †`wL‡q‡Qb kwKe| †U÷ 5wU DB‡KU †bIqv Qvovl I Iqvb‡W 8wU DB‡KU `Lj K‡ib kwKe| c_g Iqvb‡W g¨v‡P 5 DB‡KU †bb wZwb| Ges ZvQvovl 96 ivb iKiU AciwRZ Bbsm †L‡jb| Ab¨w`‡K †÷dwb †Ujix ¯'‡kvq cwK¯'vbi wei"‡× 4wU Iqvb‡W g¨v‡P 175 ivb K‡ib Ges 3wU DB‡KU †bb| wU-20 wmwi‡R wZwb `Lj K‡ib 4wU DB‡KU|

†gRi a¨vb Pvù †Lj iZ ci¯vi

bvg e`j Kiv nj ivRxe MvÜx †Lj iZ ci¯v‡ii| GLb †_‡K ej nte †gRi a¨vb Pvù †Lj iZ ci¯vi, 6 AvM÷ cavbgš¿x bti›`ª †gv`x GK_v †NvlYv K‡ib| eû`b a‡iB µxov‡cgx‡`i a¨vb Pv‡`K fviZiZ ci¯v‡i fwlZ Kivi `we Zj‡Q| Z‡e †mUv GLbI n‡q I‡Vwb| Z‡e GLb †_‡K a¨vb Pv‡`i bv‡g Gevi †_‡K †LjiZ ci¯vi cv‡eb †‡ki mdj µxowe`iv|

cavbgš¿x bti›`ª †gv`x UB‡U †j‡Lb, cavbgš¿x †gv`x UB‡U wj‡L‡Qb, †`k‡K MeZ K‡i †Zvjvi gnZi G‡m‡Q †h †Lj iZ ci¯v‡ii bvg †gRi a¨vb Pv‡`i bv‡g DrmM Kiv DPZ| gbl‡I Abf‚Zi K_v we‡ePbv K‡i GLb Gi bvg †`Iqv n‡"Q †gRi a¨vb Pvù †Lj iZ ci¯vi|Ó

22 eQ‡ii †Kwiqv‡i (1926-48) a¨vb Pvù Pvi‡Kvi †ekx AvšRvwZK †Mvj K‡i‡Qb| 1936 m‡j ewj‡b, wgDbL Awjw¤úK

fviZxq nwK `j RvgvbxK 8-1 †M‡j nvwi‡qwQj| †Lj‡v †kl nIqvi ci, a¨vb Pv‡`K AvgšY Rvbv‡qwQ‡jb A¨vWj d wnUjvi| Ges Zv‡K RvgŸb Avwg nwK †Ljv †Q‡o w`‡Z ejv nq| Zv‡`i †`‡k †_‡K †Ljvi c¯ve †`b| wKš, †mB AvgšY wdwi‡q w`‡q‡Qb wZwb| Zvui RbˆB fviZ wZbUi Awjw¤úK (1928, 1932 I 1936) nwK‡Z ¯Yc`K Rq K‡i| 1979 m‡ji 3 wW‡m¤^i wjfvi K¨vbm‡i Avµvš n‡q Zvui gZ¨ nq| Zvui Rb¥w`b (29 AvM÷) fvi‡Z RvZxq µxov w`em wn‡m‡e cvjZ nq| cvZeQi GB w`‡b ARb Ges †`vYvPvh¨ ci¯vi †`Iqv nq|

webvg‡j¨ wjdU †`Iqv UvK PvjK‡`i we‡kl Dcnvi gxivevC Pvbi

2020 †UwK‡qv Awjw¤úK‡K fvi‡Zi c_g c`KRqx gxivevC Pvbi| c`K R‡qi ci gxivevC c‡Z"K‡K ab¨ev` Rvbv‡q‡Qb hviv Zvu‡K GB ¯'‡b †cŠQ‡Z mvnvh¨ K‡i‡Q| †mB ZwjKvq wQ‡jb †ek K‡qKRb jwi PvjK hviv †mB ïi"i w`b †_‡K Zvu cv‡k wQ‡jb Ges gxivevC‡K Zvu MÖvg †_‡K †Uªbs A¨vKv‡Wwgi chš wbLiPvq †cŠQ †`‡q w`‡Zb| Ae‡k‡l fvi‡Zi GB gnjv c`KRqx †mB KvRUvB Ki‡jb|

26 eQi eqmx GB A¨v_jU ce gYc‡ii GKwU cZš MÖvg †_‡K D‡V G‡m‡Qb| Bç‡ji Abkxjb †K‡›` hvIqvi Rb¨ Zv‡K cÖwZw`b 30 wK‡jvwgUvi K‡i hvZvqvZ Ki‡Z nZ| wKš, Abkxjb †K‡›` hvIqvi Rb¨ cieni UvÝ‡cvU KvhZ cvIqvB †hZ bv| †mKvi‡YB ewj †eva‡SvB jwi‡Z †P‡c Bç‡j

†h‡Z nZ gxivevC‡K|

BwZc‡e wZwb B"Qv cKvk K‡iwQ‡jb, ÒAvwg †mB mKj jwi PvjK‡`i †LvR Pvjv"Q, hviv Avgv‡K cvZ`b ewo †_‡K Abkxjb †K›` chš †cŠQ w`‡Zb| Zvu‡`i Avkxev` MnY Ki‡Z PvB| Avgvi Rxe‡bi KvRb mgq Iiv Avgv‡K mvZ"B mvnvh¨ K‡iwQ‡jb| Awg IB jwi PvjK‡`i †LvR Pvjv"Q, hv‡Z Avwg Gevi I‡`i Rb¨ wKQ mvnvh¨ Ki‡Z cwiÓ|

Ae‡k‡l Pvb †mB jwi PvjK‡`i †LvR †c‡q‡Qb| wZwb wb‡Ri cvZK¨vZi K_v gv_vq †i‡L mva¨gZv mvnvh¨ I K‡i‡Qb| eva¨ úZeviv gxivevC IB jwi PvjK‡`i W‡Kb Ges gb †_‡K KZÁZvi Rvbvb| 150 Rb jwiPvjK Ges Zvu‡`i Lvjvmx‡`i Rb¨ ga¨v‡ý‡fvR‡i AvqvRb K‡ib| cvkvcvwk Zvu‡`i GKwU Kwi Rvgv Ges gvYcix ¯'vbxq Dcnvi †`b| gxivevC Pvb Ges GB jwi PvjK‡`i cvi®úwiK e'envi cgvY K‡i †`q, †KvbI gnr KvR Kivi Rb¨ ïaygvÎ mvnvh¨"i nvZ evovt‡j‡B nq|

Awjw¤úK evwR‡ji BDwbdg wb‡q weZK

Uvbv `evi Awjw¤úK †mvbv wR‡Z †iKW M‡o‡Q evwR‡ji dUej `j| †Kvcv Avgwi‡Kvi dvBbv‡j Av‡R›Ubvi K‡Q nv‡ii ci Awjw¤úK GB mvd‡j¨ D"QwmZ evwR‡ji dUej d¨vbiv| wKš g¨vPi ci c`K c`vb Abôv‡b wN‡i ïi" n‡q‡Q weZK| ci¯vi Mn‡Yi mgq evwR‡ji miKwi BDwbdg ci‡ZA¯'xKvi K‡i‡Qj evwR‡ji dUejviiv| Zvi c‡iB eÁvß Rvwi K‡i evwR‡ji Awjw¤úK KwgwU dUej`vi‡`i Zxeª wb›`v K‡i‡Q|

evRj †_‡K hvIw UwKI Awjw¤úK Ask wb‡q wM‡qwQ‡jb Zv‡`i mKj‡KB Awjw¤úK KwgwU c¶ †_‡K ejv nq `wU BDwbdg ci‡Z n‡e| GB BDwbdg ewb‡qwQj †Pbi GK ms¯'v cK†_vU| wKš evwR‡ji †mvbvRqx dUej `j c`K c`vb Abôv‡b Dc¯'Z n‡qwQ‡jb bvBK Rvm c‡i|

evRj dUej`vi‡`i ci‡b Rvbv‡q‡Qb, evwR‡ji dUej ms¯'v K_v AbhvqB Zvu‡`i mg¯ wKQ K‡i‡Q| evwR‡ji GK‡Kvi cPvigva¨‡g Avevi Rvbv‡bv n‡q‡Q, ci¯vi Mn‡Yi mgq‡Z †h miKwi BDwbdg ci‡Z n‡e, †mUv Zv‡`i AvMf‡M Rvbv‡bv nqwb|

evwR‡ji dUej`v‡`i weZK 50 wgUvi mvZv‡i evwR‡ji †eÄRqx mvZvi"e"†bv dvZm UB‡U wj‡L‡Qb, G‡Z "úó eZv i‡q‡Q †h evwR‡ji dUej `‡ji †KDB wb‡R‡`i Awjw¤úK wU‡gi cÖZwbva e‡j g‡b K‡ib bv Ges Z‡Z Zv‡`i wKQ hvq Av‡m bv| Z‡e GB NUbvU †ek Mvavi f‡e wb‡q‡Q evwR‡ji Awjw¤úK KwgwU| GB me NUbvi Kvi‡b wcK †¯úÚm, Ab¨vb¨ ¯úbmi ms¯'vi Zi‡d Zvu‡`i wei"‡× Pv³ wei"‡Q Ki‡Z w`‡Z cvi| Ges fwel¨‡ZI ¯úbmi cvIqv †¶‡Î Zvu‡`i mgm¨v n‡Z cv‡i|

wcGmwR-‡Z wj I‡bj †gwm

`eQ‡ii Pz³‡Z wcGmwR Kv‡e Pz³ ¯vl¶i Ki‡jb Av‡R›Ubvi dUej ZviKv wjI‡bj †gwm| 35 wgwjqb BD‡iv ewlK Pz³| cvi GK eQi evov‡bv n‡Z cvi| 9 AvM÷ wjI‡bj †gwm b¨ K¨v¤ú AvbôvwbK †NvlYvi gva¨‡g we`vq ej‡jb w`‡q‡Qb evm‡jvbv‡K| we`vq ejZ M‡q Kvbvq †f‡O c‡owQ‡jb wZwb| Zvb ejwQ‡jb, wZwb P‡j th‡Z Pvb‡b| _vKZ †P‡q‡Q‡jb| me wKQB wVK wQj; wKš †kl gnZ‡Z jv wjMv KZ¸c¶B evav n‡q `vuwo‡qQ|

2000 m‡j gvÎ 13 eQi eqm evm‡jvbvq †hvM w`‡qwQ‡jb wj I‡bj †gwm| †gwmi 21 eQ‡ii evmvi dUej BwZnvm †m me‡_‡K mdjZg †cqvi I n‡q D‡V‡Qb| Aw_K Pv³ wb‡q AvBb RwUjZvi Kvi‡Y †gwm‡K AvMvg gim‡g evmvi Rvm M‡q †`L‡Z hv‡e bv|

wR‡Z‡Q hvi g‡a¨ Ab¨Zg nj 10wU jv wjMv wL‡Zve, 7wU †Kvcv †Wj †i, 4wU P¨vw¤úqY wjM, 3wU Kve Iqvì Kvc| wcGmwR‡Z AvM †_‡KB †bBgvi, wKwjqb Gge‡và, gvKv †fiwË, gvD‡iv BKvi`, gvKBb‡mm, A¨vÄj wW gvwiqv g‡Zv D"P-gv‡bi dUejviv i‡q‡Qb| Gevi †gm †hvM w`‡j wcGmwR kw³ GK K_vq Ab¨ gvÎvq †cŠQv‡e|

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কর্তৃক ডাউয়াগুড়ি, কলের পার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং 'জনবার্তা' প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত।
● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156● Editor: Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96